إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

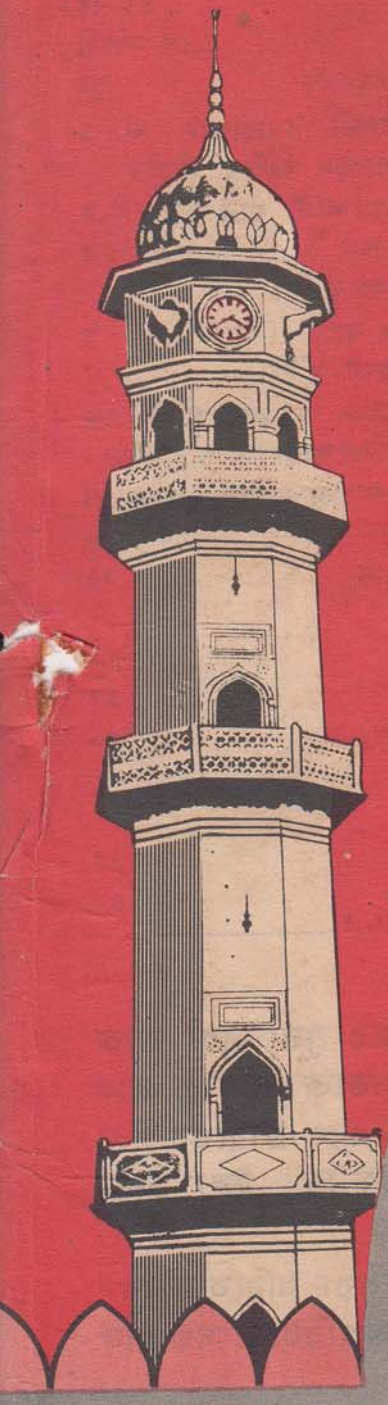

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা

৮ই রবিউস সানী, ১৪০৮ হিঃ ॥ ১৩ই অগ্রায়ণ, ১৩৯৪ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৭ইং ॥

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ॥ ভারত ৭২·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪১ বর্ষ
৩০শে নভেম্বর ১৯৮৭ ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন :	অনুবাদ : মরহুম মৌলভী মোহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
জুমু'আর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৭
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার :	মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	১৪
বয়'আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :	সংকলনে : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
তওহীদের শিক্ষাদাতা :	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৬
অভিন্ন সীরাত (কবিতা) :	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	৩১
মহিলাঙ্গণ :		
আদর্শ জননী	মাকসুদা ফারুক	৩২
বিজ্ঞপ্তি :		৩৫
ছোটদের পাতা—৮ :	উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	৩৬
প্রশ্ন উত্তর		
এক শাহ্‌যাদার সত্য কাহিনী :	কাওসার আহমদ	
সংবাদ :		৪৩
সম্পাদকীয় :		৫২

বিশেষ ঘোষণা

কাগজের মূল্য, ছাপা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্য এবং ডাক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আহ্‌মদী পত্রিকার বার্ষিক সডাক চাঁদার হার বাংলাদেশের জন্য ৩০·০০ টাকার পরিবর্তে ৪০·০০ টাকা এবং ভারতের জন্য ৩০·০০ টাকার পরিবর্তে ৭২·০০ টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশের জন্য ৫ পাউণ্ড হার অপরিবর্তিত থাকিবে।

এই হার ১লা মে ১৯৮৭ হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসুবিধার সম্মুখীন করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহ্‌মদী

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আ হ্ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৭ইং ঃ ৩০শে নবুওয়াত, ১৩৬৬ হিঃ শামসী ঃ ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল নাহ্‌ল—১৬

[ইহা মক্কী সূরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ' আছে]

৫২। এবং আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, 'তোমরা দুই মা'বূদ গ্রহণ করিও না, কেবল তিনিই এক মা'বূদ; সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর'।

৫৩। এবং যাহা কিছু আসমান সমূহে ও যমীনে আছে সব কিছু তাঁহারই; সুতরাং সদা আনুগত্য তাঁহারই জন্য, তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে?

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহ্‌রই নিকট হইতে আসিয়াছে; অতঃপর যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

৫৫। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন, তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের রব্বের সহিত শরীক করিতে আরম্ভ করে,

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে, ভাল! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সম্ভোগ করিয়া লও; অতএব তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কল্পিত মা'বূদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই; আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজেদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা ধার্য করে; তিনি এই সব বিষয় হইতে অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজেদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালিমামণ্ডিত হইয়া যায় এবং সে (অন্তরে) ক্রোধ চাপিতে থাকে;

৬০। এবং তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু সে লোকদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পোঁতিয়া দিবে? সাবধান! তাহারা যাহা ফয়সালা করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

৬১। তাহাদের অবস্থা যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না অতি মন্দ, বস্তুতঃ সকল উচ্চ গুণ আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৭ম রুকূ'

৬২। এবং যদি আল্লাহ্‌ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি যমীনের উপর কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের শাস্তির সময় আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজেদের জন্যও) পছন্দ করে না; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহারা নিশ্চয় মঙ্গলই লাভ করিবে, নিঃসন্দেহে তাহাদের জন্য আগুন অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহারা সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হইবে।

৬৪। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্ম সমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল, সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৬৫। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জন্যই নাযিল করিয়াছি যেন তুমি ঐ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযিল করিয়াছি) এমন এক জাতির জন্য হেদায়ত এবং রহমত স্বরূপ যাহারা ঈমান আনয়ন করে।

৬৬। এবং আল্লাহ্‌ আসমান হইতে পানি নাযিল করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন, যে সকল লোক (হক্‌ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

৮ম রুকূ'

হাদিস শরীফ

উত্তম পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সন্তানের সুশিক্ষা

হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করিলাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, যাহা তুমি খাও, তাহাকেও খাওয়াইবে। যাহা তুমি পর, তাহাকেও পরাইবে। তাহার চেহারায় কোন আঘাত করিবে না। তাহার কোন ভুলের দরুন যদি তাহাকে শিখানোর জন্য তোমাকে পৃথক থাকিতে হয়, তবে গৃহমধ্যে তাহা করিবে, ঘর হইতে বাহির করিবেনা। [আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, বাবু হাক্কুল মারয়াতে আলা যাওজিহা, ১ : ২৯১ পৃঃ]

হযরত সুবহান বিন বুহুদ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'সর্বোৎকৃষ্ট পয়সা মানুষ যাহা ব্যয় করে, উহা হইল তাহা যাহা সে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে তাহার সহযোগীর জন্য খরচ করে। [মুসলিম, কিতাবুয-যাকাত, বাবু ফাযলিন-নাফকাতে আলাল আইয়ালে ওয়াল মামলুক ; ১—২ : ৪০২ পৃঃ]

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যদি আমি কাহাকেও আদেশ করিতে পারিতাম যে, সে অন্যকে সিজদা করে, তবে স্ত্রীকে বলিতাম, তুমি তোমার স্বামীকে সিজদা করিবে।"

('তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ, বাবু হক্কুয যাউজে আলাল মারয়ে, ১ : ১৩৮ পৃঃ)

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : স্বামীর উপস্থিতিতে তাহার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী নফল রোযা রাখিবে না এবং তাহার অনুমতি ছাড়া কাহাকেও ঘরে আসিতে দিবে না। (বুখারী ; কিতাবুন নিকাহ, বাবু লাতা যানালা মারয়াতু ফি বাইতে যাওজেহা ইল্লা বে-ইযনিহি ; ১ : ৭৮১ পৃঃ)

হযরত ইবনে 'উমর রাযি আল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : হালাল (বৈধ) বিষয়গুলির মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট

সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় বিষয় ত্বালাক। অর্থাৎ প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইহার অনুমতি তো আছে, কিন্তু ইহা খোদাতা'লার ভীষণ অপসন্দনীয় বিষয়।

(আবু দাউদ, কিতাবুৎ ত্বালাক বাবু ফি কিরাহিয়াতিৎ ত্বালাক ; ১৯৬ পৃঃ)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি আল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

যদি তোমাদের কেহ স্ত্রী গমনের সময় এই দো'আ করেন : আল্লাহ্‌র নামের সাথে। আল্লাহ্‌ আমার, আমাদিগকে শয়তান হইতে রক্ষা কর এবং এই সন্তানকেও শয়তান হইতে নিরাপদ রাখ, যাহা আমাদিগকে দিবে'—তবে তাহাদের জন্য কোন সন্তান আল্লাহ্‌-তা'লার সংকল্পে থাকিলে শয়তানের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকিবে। (বুখারী কিতাবুদ্‌ দাওয়াত, মা ইয়াকুলু ইযা আতা আহলাহু ; বুখারী ১ : ৯৪৫ পৃঃ 'মুসলিম, ১-১ : ৬৪৭ পৃঃ)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন : একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিল। তাহার দুইটি শিশু বালিকাকে সে বহন করিতেছিল। আমি তাহাকে তিনটা খেজুর দিলাম। সে দুই বালিকাকে এক একটি খেজুর দিল এবং একটা খেজুর তাহার নিজ মুখে দিল। কিন্তু সে খেজুরটাও তাহার মেয়েরা তাহার নিকট চাহিয়া বসিল। ইহাতে সে ঐ খেজুরটি তাহার মুখ হইতে বাহির করিল। উহাকে দুই ভাগ করিল একটা অংশ এক মেয়েকে এবং অন্য অংশটা অন্য মেয়েটিকে দিল। আমি তাহার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ইহা বলিলাম। তিনি ফরমাইলেন : আল্লাহতা'লা তাহার এই কর্মের কারণে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়াছেন, অথবা তিনি ফরমাইয়া ছিলেন যে, তাহার এই মাতৃ স্বভাব সুলভ স্নেহের কারণে তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিলেন।

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত বাবু ইত্তাকুন নারাওলাউ বে শিক্কে তামারাতিন, ১ : ১৯০ পৃঃ মুসলিম, ২২ : ১০৪ পৃঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

(উর্দু দুররে সামীন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

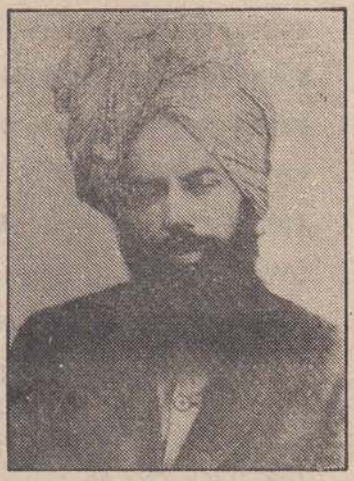

খুব স্মরণ রাখ যে, সকল খারাবী ও পতন যাহা ইসলামে দেখা দিয়াছে, এমনকি এই ভারতবর্ষেই ২৯ লক্ষ মানুষ ধর্মত্যাগী হইয়া খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, কারণ ইহাই ছিল যে, মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অযথা ও মাত্রাতিরিক্ত আশা পোষণ করিয়া এবং তাঁহাকে প্রত্যেক গুণে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া খৃষ্টানদের খুব কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে। এমনকি, যে সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য তাহারা হযরত সৈয়্যদনা পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করে, যদি কোন ঐতিহাসিক পুস্তকে এই ধরণের বৈশিষ্ট্য সৈয়্যদনা হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম সম্বন্ধে লেখা থাকে, তাহা হইলে তাহারা 'তওবা' 'তওবা' বলিয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলাবাহুল্য যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় অসুস্থও হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার জ্বরও দেখা দিত এবং তিনি ঔষধও সেবন করিতেন এবং কোন কোন সময় সিঙ্গা লাগাইতেন। কিন্তু যদি ইহারই সাদৃশ্যে হযরত মসীহ সম্বন্ধে লেখা হয় যে তিনি জ্বর বা অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উঠাইয়া কোন চিকিৎসকের নিকট নেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহারা চমকিয়া উঠিবে যে ইহা মসীহের মর্যাদার পরিপন্থী, যদিও তিনি মাত্র একজন অক্ষম মানুষ ছিলেন এবং সকল মানবীয় দুর্বলতার অংশীদার ছিলেন। তাঁহার আরও চারিজন সহোদর ভ্রাতা ছিল। কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাঁহার দুইজন সহোদরা ভগ্নী ছিল। তিনি একজন দুর্বল গড়নের মানুষ ছিলেন। তাঁহাকে ক্রুশে কেবল দুইটি পেরেক ঠোকা মাত্রই তিনি সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হায় আক্ষেপ! যদি মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কুরআন শরীফের কথা অনুযায়ী চলিত এবং তাঁহাকে মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁহার পুনরাগমন নিষিদ্ধ মনে করিত, তাহা হইলে ইসলামে যে পতন আসিয়াছে তাহা আসিত না এবং খৃষ্ট ধর্ম অচিরেই শেষ হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌র শোকর যে, বর্তমানে আকাশ হইতে খোদা ইসলামের হাত ধরিয়াছেন।

উপরোক্ত এই সকল কথা আমি সাহেবজাদা মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবকে বলিয়া ছিলাম এবং পরিশেষে যে বিষয়টি আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম উহা ছিল এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের মধ্যে ১৬টি বিশেষত্ব ছিল :—

১। তিনি বনী ইসরাঈলদের জন্য একজন প্রতিশ্রুত নবী ছিলেন, যেভাবে ইহা সম্বন্ধে ইসরাঈলী নবীগণের গ্রন্থসমূহ সাক্ষী রহিয়াছে।

২। মসীহ্ এইরূপ সময় আগমন করিয়াছিলেন যখন ইহুদীরা নিজেদের সাম্রাজ্য হারাইয়া বসিয়াছিল, অর্থাৎ এই দেশে (অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনে—অনুবাদক) ইহুদীদের কোন সাম্রাজ্য রহিল না ; যদিও ইহা সম্ভব যে অন্য কোন দেশে, যথায় ইহুদীদের কোন কোন ফিরকা চলিয়া গিয়াছিল, তথায় তাহাদের কোন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে, যেইরূপে মনে করা হয় যে আফগানীরা এবং তদ্রূপই কাশ্মীরীরাও ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পর সম্রাটগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়া এইরূপ একটি ঘটনা, যাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহাহউক, হযরত মসীহের আবির্ভাবের সময় দেশের এই অংশ (প্যালেষ্টাইন—অনুবাদক) হইতে ইহুদীদের সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল এবং তাহারা রোমক শাসনের অধীনে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল এবং রোমক শাসনের সহিত ইংরেজ শাসনের খুব সাদৃশ্য ছিল।

৩। তিনি এইরূপ সময়ে আগমন করিয়াছিলেন যখন ইহুদীরা অনেক ফিরকায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহাদের মধ্যে কঠোর পারস্পরিক শত্রুতা এবং কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের মতভেদের আধিক্যের দরুন তওরাতের অধিকাংশ বিধি-নিষেধ সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল-মাত্র খোদার একত্ব সম্বন্ধে তাহারা পারস্পরিক ঐক্যমত পোষণ করিত। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছোট ছোট মসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে তাহারা একে অন্যের শত্রু ছিল। কোন উপদেষ্টা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিতে পারিত না। এমতাবস্থায় তাহারা একজন স্বর্গীয় হাকিম অর্থাৎ মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী ছিল, যিনি খোদার নিকট হইতে তাযা ওহী প্রাপ্ত হইয়া সত্যবাদীগণের সমর্থন করিবেন। কিন্তু আল্লাহর অমোঘ বিধানে তাহাদের সকল ফিরকার মধ্যে এইরূপ গোমরাহীর মিশ্রণ ঘটিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে একজনকেও সত্যাশ্রয়ী বলা যাইত না। প্রত্যেক ফিরকার মধ্যে কিছু না কিছু মিথ্যা এবং দীন সম্বন্ধে অতি হ্রাস বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই কারণটিই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, ইহুদীদের সকল ফিরকা হযরত মসীহ্‌কে দুশমন সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণ হরণ করার ফিকিরে তাহারা লিপ্ত ছিল। কেননা প্রত্যেক ফিরকা চাহিত যে হযরত মসীহ্ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সত্যায়নকারী হউক এবং তাহাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠ ও পুণ্যবান মনে করুক এবং তাহাদের বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে মিথ্যাবাদী বলুক। কিন্তু এইরূপ মনোরঞ্জন খোদাতা'লার নবীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

(ক্রমশঃ) ('তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়ন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

অনুবাদ : নাজির আহ্‌মদ ভুঁইয়া

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

কিরূপে মজলিসে আহরারের জন্ম হইল?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমি বলিতে চাই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জামা'তে ইসলামী ও আহরারী মোল্লাদের কি অবস্থা ছিল? তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? তাহারা হিন্দু এবং হিন্দু মতবাদকে কি মনে করিত? মুসলিম দেশসমূহের প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ ছিল? এই সম্বন্ধে আমি দুই একটি উদাহরণ পড়িয়া শুনাইয়া দিতেছি। সর্ব প্রথম আমি মজলিসে আহরার সম্বন্ধে বলিতেছি। মজলিসে আহরার কিভাবে স্থাপিত হইল, তাহা "Freedom movement in kashmir" (কাশ্মীরে স্বাধীনতা আন্দোলন) নামক একটি বিখ্যাত পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়। এই পুস্তক প্রণেতার নাম গোলাম হোসেন খান। ভারতের নূতন দিল্লীর 'লাইট এণ্ড লাইফ পাবলিশার্স' ১৯৮০ সালে পুস্তকটি প্রকাশ করে। ইহাতে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাশ্মীর আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার মজলিসে আহরারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখেন :—

"মজলিসে আহরার কংগ্রেসের ষ্টেজে কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনে স্থাপিত হইল। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী সাহেব ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন এবং ইহার নাম "মজলিসে আহরারে ইসলাম, হিন্দ" রাখা হইল।

তিনি আরও লেখেন :—:

"হিন্দু পণ্ডিতেরা মুসলমানদের সম্মিলিত আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করার জন্য মুসলমানদের ফিরকাবাজীকে অবৈধভাবে কাজে লাগাইল।"

হিন্দুরা মজলিসে আহ্‌রারকে কিভাবে কাজে লাগাইয়াছে, ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া উল্লিখিত গ্রন্থকার অবশেষে লিখেন:

"হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায় কোন কোন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা এবং মীর ওয়ায়েজের সঙ্গী-সাথী ও মির্যা গোলাম মোস্তফা আসাদউল্লা উকিল প্রভৃতির সহিত গোপন চুক্তি করেন এবং গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন এবং উস্কানী প্রদান করেন যে, শেখ আবদুল্লাহ আহমদীয়া জামা'তের সহিত মিলিত হইয়া তাহার ধর্মীয় নেতৃত্ব (অর্থাৎ মীর ওয়ায়েজের ধর্মীয় নেতৃত্ব) শেষ করিয়া দিতে চাহিতেছে। এই ভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করা হইল।"

সুতরাং ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, হিন্দুরা ও হিন্দু কংগ্রেস মজলিসে আহরারকে জন্ম দিয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থে তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছে। ইহা একটি প্রকাশ্য ঘটনা। ইহার আরও প্রমাণ রহিয়াছে। এই গুলির কয়েকটির বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়া । আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে, যেগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

লাহোরের "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী জাফর আলী খান সাহেব আহ্‌রারদের প্রথম সারির মুজাহিদ ছিলেন। যদিও তিনি তওবাও করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অনেক পরে, এক সুদীর্ঘ সময় তিনি আহরারদের ওকালতির কর্তব্য পালন করেন এবং নিজ পত্রিকায় আহরারদিগকে অনেক উস্কানী দেন। মৌলবী জাফর আলী খান সাহেব হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে নিজের ধারণা একটি কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ছিল খিলাফত আন্দোলনের যুগ। অর্থাৎ যেই দিনগুলিতে এই আন্দোলন চলিতেছিল যে—ইংরেজরা খিলাফতের উপর হামলা করিয়াছে। অতএব, মুসলমানেরা অসহযোগ আন্দোলন করিবে এবং ইংরেজদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আফগানিস্তানে চলিয়া যাইবে। বস্তুতঃ মুসলমানদের খিলাফত রক্ষার ব্যাপারে এই যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে আহরাররা বলে যে, এই ঘোষণা গান্ধীজী করিয়াছিলেন (উপরোক্ত কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল):...

"গান্ধী আজ যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছেন।
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে।
ভারত বর্ষে একটি নূতন আত্মা ফুঁকিয়া দিয়া
তিনি স্বাধীন জীবনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।
তিনি খিলাফতের নামে দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন;
সব কিছু খোদার রাস্তায় কুরবান করিয়া দিয়াছেন।"

ইনিই হইলেন তাহাদের পীর ও মোরশেদ। ইনিই তাদের খিলাফত রক্ষাকারী! ইনিই হইলেন তাহাদের পরমাত্মীয়! কিন্তু তাহারা আজ লম্ফ ঝম্প দিয়া আহ্‌মদীয়া জামা'তের

বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, জনাব গান্ধী সাহেব খিলাফতের জন্য স্বীয় দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। আরও শুনুন, বলা হইতেছে :—

"পরোয়ারদিগার খোদা হইলেন গুণগ্রাহী,
তিনি জানিয়া বুঝিয়াই গান্ধীকেও এই মর্যাদা দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ ইহা কোন মানুষের ব্যাপার নয় যে, ভুল হইয়া গেল। বলা হইতেছে, হযরত গান্ধীজীকে খোদাতা'লা চিনিয়াই এই মর্যাদা দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে যেন ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে এবং মুসলমান মায়েদের গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণকারী একজনও ছিল না, যে নাকি খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়াইতে পারিত। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীকে দেখিতে পাইলেন, যিনি ইসলামী খিলাফতকে রক্ষা করার শক্তি ও সাহস রাখিতেন। বলা হইতেছে, খোদাতা'লা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তিনি চিনিয়াই গান্ধীজীকে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন।

এই মৌলবী জাফর আলী খান সাহেবই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে বলেন :—

"পাঁচ বৎসর পূর্বে এই হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের ধারণাও কাহারো ছিল না। গান্ধীজী, লালা লাজপত রায়, মালভীজী এবং মতি লাল নেহেরু সম্বন্ধে মনে করা হয় যে, ইহা তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু পূর্বে কি তাঁহাদের মধ্যে এই শক্তি ছিল না? আমি (অর্থাৎ জাফর আলী খান) বলিতেছি যে, ইহা হইল স্বর্গীয় শক্তি। এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে না। হিন্দুগণ এবং মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছে, ইহার প্রতিদান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

অর্থাৎ মৌলবী জাফর আলী খান সাহেব বলিতেছেন যে, মুসলমানদের উপর হিন্দুগণ এবং মহাত্মা গান্ধী যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমরা ইহার প্রতিদান দিতে অসমর্থ। আমাদের সেই অর্থ-সম্পদ নাই। কিন্তু প্রাণতো আছে। তাহা দিতে আমরা সদা প্রস্তুত। ইহারা হইল ঐ সকল লোক, যাহারা পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের উপর হিন্দুদের এজেন্ট হওয়ার অপবাদ লাগাইতেছে। অবশ্য আমি পূর্বেও বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশের আহ্‌মদী ঐ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্দ্বিধায় আমরা এই ঘোষণা করিতেছি যে, ভারতে বসবাসকারী আহ্‌মদীদের ইহা অবশ্য কর্তব্য যে নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি তাহারা বিশ্বস্ত থাকিবে এবং যে দেশের মাটিতে তাহারা প্রতিপালিত হইতেছে সেই দেশের সহিত তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। আমি অবশ্য তাহাদের কথা বলিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অভিযোগ হইল এই যে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহ্‌মদীরা ভারতের হিন্দুদের এজেন্ট এবং ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং পাকিস্তানের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। যাহারা হিন্দুদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ভারতের এজেন্ট, তাহারা নিজেদের লেখা দ্বারাই ইহা সাব্যস্ত করিতেছে।

জামা'তে ইসলামীর ভূমিকা ঃ

এবার আসুন আমরা দেখি, জামা'তে ইসলামীর ইসলাম-প্রীতি এবং ইসলামী দেশ সমূহের প্রতি তাহাদের ভালবাসা ও সম্পর্ক কিরূপ ছিল। আমি যেমন পূর্বে বলিয়াছি, যতদিন পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রসমূহে তেল বাহির হয় নাই ততদিন পর্যন্ত তাহারা জানিতই না যে, ইসলাম কোথায় আছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত ইসলামের কি সম্পর্ক রহিয়াছে, এই সম্বন্ধেও তাহারা বেখবর ছিল। কিন্তু যখন তেলের সম্পদ আরবে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাদের চোখ পড়িল এবং তাহারা জানিতে পারিল যে, এখানে তো খোদা আছেন এবং এখানে খোদা ওয়ালা মানুষ আছেন। ইহার পূর্বে আরবে কি ছিল, তাহা মৌলবী মওদুদীর ভাষাতেই শুনুন। তিনি বর্তমান পাকিস্তান সরকারের বুযুর্গগণের পিতা ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে জগদ্বাসী প্রশংসা করিতেছে যে, তিনি বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি আরববাসীদের অনেক সেবা করিয়াছেন এবং মুসলিম জাহানের জন্যও তিনি বড় কুরবাণী করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরবদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা একবার শুনুন! তিনি বলেন ঃ—

"হেজায সরকারের (অর্থাৎ শাহ্ আবদুল আযীয এবং তাঁহার পরে তাঁহার সন্তানেরা) বদৌলতে আরব ভূমিতে জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পবিত্র কা'বার ব্যবস্থাপকরা বেনারস ও হরিদ্বারের পাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।"

'খোৎবাতে সৈয়্যদ আবুল আলা মওদুদী' এর ৭ম সংস্করণের ১৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ লেখা রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া মানুষ হতবাক হইয়া যায়। ইহা একটি অত্যন্ত গভীর শত্রুতার অভিব্যক্তি। এইরূপ মনে হয়, এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবৎ বিষ প্রস্তুত করিতেছিল এবং এখন তাহার বিষোদগার করার সময় ও সুযোগ হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কেননা তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ঐ সকল কথাই বলিয়া দিয়াছেন, যাহা তাঁহার নযরে পড়িয়াছে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, অবশিষ্ট ইসলামী বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধারণা তিনি পরিবর্তন করেন নাই। তিনি বলেন ঃ—

"একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে যখন আমি পৃথিবীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন ইহাতে আমি সন্তুষ্টি প্রকাশের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইনা যে, তুরস্কের উপর তুর্কী, ইরানের উপর ইরানী, আফগানিস্তানের উপর আফগান শাসক শাসন করিতেছে।"

মৌলবী সাহেবের নিকট আনন্দের অভিব্যক্তি তখনই হইত, যদি এই সকল দেশে হিন্দু শাসক থাকিত, রুশ শাসক থাকিত, অথবা ইংরেজ আসিয়া লোকদের উপর শাসন করিত। যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মৌলানা আনন্দের কারণ খুঁজিয়া পাইতেন। কিন্তু তিনি বলেন,

''আমি কিরূপে খুশীর অভিব্যক্তি করিব? আমি তো তুরস্কের উপর তুর্কী শাসক দেখিতেছি, আফগানিস্তানের উপর আফগান শাসক দেখিতেছি এবং অনুরূপভাবে ইরানের উপর ইরানী শাসক দেখিতেছি। তাহারা আমার শাসনও গ্রহণ করেনা এবং অন্য কোন দেশেরও শাসন গ্রহণ করেনা। অতএব আমি কিরূপে খুশী হইতে পারি?' তিনি নিজেই ইহার একটি কারণ দর্শাইতেছেন। দেখুন, ইহা কিরূপ মহান ইসলামী কারণ (?)। তিনি বলেন :—

মুসলমান হওয়ার দরুণ আমি 'জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক সরকার, জনগণের সরকার'—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসীই নই।

মৌলানা সাহেব বলিতে চাহিতেছেন যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা Government of the People by the People, for the People" ইহাতে তিনি বিশ্বাসীই নন। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি ইহাতে বিশ্বাসই করেন না। সুতরাং মুসলিম দেশ সমূহে যে সকল ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার খুব খারাপ লাগিতেছে। তিনি এই যুক্তি দাঁড় করাইয়াছেন যে, তাহাদের কি যোগ্যতা আছে যে তাহারা নিজেদের মুসলিম দেশ সমূহে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া গিয়াছে? কাজেই মনে হইতেছে যে, মাওলানা সাহেবের বলার উদ্দেশ্য হইল যেহেতু মুসলিম দেশ সমূহের প্রজাতান্ত্রিক সরকার অমুসলিম দেশ সমূহের প্রজাতান্ত্রিক সরকার হইতে উত্তম নয়, সেহেতু তিনি মুসলিম দেশ সমূহের প্রজাতান্ত্রিক সরকার গুলিকে পছন্দ করেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার যুক্তি এই যে, যদিও অন্যদের অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের মর্যাদা মুসলমানদের মোকাবেলায় নগণ্য, তথাপি তাহাদের সরকারগুলি গণতান্ত্রিক। সুতরাং এই সকল উত্তম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মোকাবেলায় তাঁহার নিকট মুসলমানদের নগণ্য প্রজাতান্ত্রিক সরকার পছন্দীয় নয়। মওদুদী সাহেবের বিবরণ হইতে এই সুধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সুধারণা তাঁহার নিয় বর্ণিত লেখা দ্বারা তৎক্ষণাৎ নস্যাৎ হইয়া যায়, যখন তিনি অমুসলমান ও মুসলমান—উভয় সরকার সম্বন্ধে এই ফত্‌ওয়া দিতেছেন :—

''অমুসলমানরা যদি 'যাল্লিনদের' (পথ ভ্রষ্টদের) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহারা (অর্থাৎ মুসলমানরা—অনুবাদক) 'মাগয্‌বে আলাইহিম' (তাহাদের উপর গযব) এর সজ্ঞায় পড়িয়া যায়।''

মিশর সম্বন্ধে মাওলানা বলেন :—

''আজ মিশরের বর্তমান সামরিক একনায়ক যুলুমের যে পাহাড় আখোয়ানদের উপর চাপাইয়া দিতেছে, ইহা প্রাচীন কালের ফির'আওনের স্মৃতিকে তাজা করিয়া দিয়াছে।''

মুদ্দাকথা, মুসলমান সরকারগুলির বিরুদ্ধে মওদুদী সাহেব ভয়ানক ক্রোধাগ্নি পোষণ করিতেন। ইহাই হইল মওদুদী সাহেবের ধ্যান-ধারণা এবং জামা'তে ইসলামী ইহারই অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু আজ তাহারা লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কথা বলিতেছে ও আহ্‌মদীয়া জামা'তের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া চলিয়াছে এবং আহ্‌মদীয়া জামা'তকে মুসলমান দেশসমূহের প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস বলিয়া দিবে যে, মুসলমান দেশ সমূহের স্বপক্ষে আহ্‌মদীয়া জামা'তের ভূমিকা কি ছিল এবং সকল সময়ের ন্যায় আজও কি ভূমিকা রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ভূমিকা থাকিবে।

কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সেবা ও খিদমত

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতি বিশেষভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে—চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফর উল্লাহ্ খান কাশ্মীরের স্বার্থের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আহ্‌মদীয়া জামা'ত কাশ্মীরের স্বার্থের বিরুদ্ধে চেষ্টা-তদবীর করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে উল্টা কাহিনী এবং খুব বড় ধরণের একটি মিথ্যা ও অপবাদ। ইহাতে তাহাদের সামান্যতম খোদার ভয়ও হয় নাই। বস্তুতঃ জাষ্টিস মুনীর তাঁহার তদন্ত রিপোর্টে এই বিষয়টি বিশেষভাবে নোট করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের এই দুঃসাহস ও অপবাদ আরোপ সম্বন্ধে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি করিয়াছেন যে, যাহারা প্রথম সারির মুজাহিদ তাহাদিগকে পাকিস্তানের দুশমন ও বিশ্বাস-ঘাতক সাব্যস্ত করা হইতেছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্য যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আহ্‌মদীয়া জামা'তের চাইতে অধিক অন্য কোন ইসলামী জামা'ত বা কোন ধর্মীয় জামা'ত মহান সেবা ও খিদমত সম্পাদন করে নাই। বস্তুত "তুলুয়ে ইসলাম" পত্রিকা ১৯৪৮ সালের মার্চ সংখ্যায় চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে যে জিহাদ করেন তাহার বিবরণ দেয়। পত্রিকাটি সংক্ষেপে লেখে :—

"সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তান এইরূপ একজন যোগ্য উকিল লাভ করিয়াছে, যিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহার দাবী-দাওয়াগুলি এইভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার দলিল যুক্তি-প্রমাণ মূসার লাঠি হইয়া রশির সকল সাপকে গিলিয়া ফেলিল এবং জগদ্বাসী দেখিল যে, "ইন্নাল্ বাতেলা কানা যাহুকা"—মিথ্যার এই জন্যই জন্ম হইয়াছে যে উহা সত্যের মোকাবেলায় ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।"

গতকাল পর্যন্ত তোমরা এই কথা বলিতেছিলে, কিন্তু আজ আহ্‌মদীদিগকে বিশ্বাস-ঘাতক সাব্যস্ত করিতেছে?

জাষ্টিস মুনীর বাউণ্ডারী কমিশনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ১৯৫৩ সনে তদন্তকারী আদালতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের তরফ হইতে যখন এই প্রশ্ন উঠানো হইল যে, গুরুদাসপুর সম্বন্ধে চৌধুরী সাহেব এই কথা বলেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে এই কথা বলেন, প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে এই কথা বলেন, তখন জাষ্টিস মুনীর পূর্ণ অনুসন্ধানের পর লেখেন :—

"চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেব মুসলমানদের নেহায়েত নিঃস্বার্থ সেবা করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন জামা'ত তদন্তকারী আদালতে তাঁহার সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা লজ্জাস্কর এবং অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ।"

কাশ্মীরের জিহাদে "ফুরকান বাহিনী"র উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন ঃ

যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন সর্বপ্রথম কাশ্মীরের প্রতি আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইমাম মনোযোগ প্রদান করেন। তিনিই কাশ্মীরে জিহাদের সূচনা

করেন। তাঁহার আহ্বানে আহ্‌মদীয়া জ'মা'তের যুবক, বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলেই এই জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল এবং অর্গানাইজেশন অর্থাৎ সংগঠন কায়েম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এখন একটি ঐতিহাসিক সত্য। শত চেষ্টা করিয়াও আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা ইহাকে এখন উপেক্ষা করিতে ও মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। যে সময় পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য রীতিমত চেষ্টা করা হইতেছিল, অথবা নিজেদের পক্ষ হইতে আজাদ ফোর্স যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিল, তখন ইহার বিরুদ্ধে জামা'তে ইসলামীর পক্ষ হইতে ভয়ঙ্কর ফত্‌ওয়া লাগিতেছিল। জামা'তে ইসলামী ঘোষণা করিতেছিল যে, ইহা জিহাদ নহে এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয় যে, ইহা জিহাদ। তাহারা আরও বলিল যে, তোমরা ইহার নাম যাহা খুশী তাহাই রাখিতে পার; কিন্তু ইহাকে জিহাদ বলিতে পার না। অর্থাৎ একটি মযলুম দেশ, যেখানে মুসলমানদের জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল এবং যাহাদের হিফাযতের জন্য চারিপার্শ্বের মুসলমান দেশগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের হিফাযতের জন্য চেষ্টারত ছিল, সেখানে তাহাদের সম্বন্ধে জামা'তে ইসলামীর এই ফত্‌ওয়া প্রকাশিত হইতেছিল যে, এই সংগ্রামের নিকটেও যাইও না, ইহা জিহাদ নহে। তখন আহ্‌মদীয়া জা'মাত "ফুরকান বাহিনী" গঠন করিল। নিজেদের খরচে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহ্‌মদীয়া জামা'তই এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য বাহিনী দিয়াছিল। পরবর্তীতে এই ব্যাটালিয়ানকে সরকার যথারীতি স্বীকৃতি দান করিয়া নিজেদের সেনা বাহিনীতে গ্রহন করিল। অতঃপর যখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এই ব্যাটালিয়ান খুবই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। এই ব্যাটালিয়ানে তখন এইরূপ যুবকেরাও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, যাহারা নিজেদের মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। ঐতিহাসিক ভাবে এইরূপ ঘটনা সংরক্ষিত রহিয়াছে যে, যখন আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইমাম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা করেন, তখন কোন কোন গ্রামে এই ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি হয় নাই। তাহারা মনে করিতেছিল যে, ইহা একটি সাধারণ ঘোষণা। ইহাতে অংশগ্রহণ না করিলে তেমন কি যায় আসে। তাহাদের ধারণা ছিল, যদি কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘোষণা হয় বা জামা'তের খেদমত সংক্রান্ত কোন বিষয় হয় তাহা হইলে তাহারা প্রস্তুত আছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতার ব্যাপারে অন্যান্য সকল মুসলমানইতো রহিয়াছে। তাহারাই সংগ্রাম করিতে থাকিবে। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ নাওয়া রাল্লাহু মারকাদাহু (আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার কবরকে উজ্জল করুন) ইহার প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। যখন গ্রামের লোকেরা কেহ নাম পেশ করিল না, তখন যে ব্যক্তি পয়গাম লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, 'তোমরা ধারণা করিতে পারিবে না যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এই ব্যাপারে কতখানি চিন্তিত। তোমরা উঠ ইসলামী বিশ্বের জন্য কুরবানী পেশ কর।' (ক্রমশঃ)

[লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকারে প্রকাশিত]

অনুবাদঃ নাজির আহমদ ভূইয়া

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

বুদ্ধির শুদ্ধি চাই

একই দিনে ১৬ই অক্টোবর (১৯৮২) দৈনিক বাংলা পত্রিকায় নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত দু'টো খবর প্রকাশিত হয়। খবরগুলো হলো :

(১) দারোগার ধমকে লাশটি উঠে দাঁড়ালো

বরিশাল ১৪ই অক্টোবরঃ মরা লাশ জীবিত হয়ে উঠার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেছে। ফলে মিথ্যা মামলা সাজাবার প্রচেষ্টা ফাঁস হয়ে পড়েছে।

এখানকার শাহ্ আলম নামক এক যুবককে নিহত বলে তার লাশ খাটিয়ায় করে সম্প্রতি কোতয়ালী থানায় নিয়ে আসা হয় একটি হত্যা মামলা সাজাবার জন্য। কিন্তু লাশ দেখেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব লোকমান হোসেনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তিনি পরীক্ষার পরে লাঠি ঠুকে ধমক দিলে ভয়ে লাশ জ্যান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। পরে সে জানায় যে বিরোধী পক্ষের সাথে মারপিটে সে যখম হয়। তার আত্মীয়রা মামলা সাজাবার জন্য তাকে লাশ বানিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ এখন ঘটনার সাথে জড়িত সাজানো লাশের আত্মীয়দের খুঁজছে।

(২) মহিলা সেজেও আদম বেপারী রক্ষা পেল না

সন্দীপ ১৪ই অক্টোবর—এখানে এক আদম বেপারী মেয়ে লোক সেজে পালিয়ে যাওয়ায় সময় পুলিশের হাতে ধরা পরে।

জানা গেছে, সন্দীপের সিদ্দীক আহমদ নামের এক ব্যক্তি স্থানীয় ১২জন লোককে বিদেশ পাঠাবার লোভ দেখিয়ে তাদের নিকট থেকে ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। বেশ কিছু দিন বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর সম্প্রতি সে বাড়ী আসে। মানুষ তাকে দেখে ফেলে এবং পুলিশে খবর দেয়।

এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে আদম বেপারী সিদ্দীক আহ্মদ পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। নিজে মহিলা সেজে অপর কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু বাধ সাধে তার হাঁটা। পুরুষালী হাঁটার ষ্টাইল দেখে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। উল্লেখ্য, মেয়েদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষদের উপর, আর পুরুষের পোষাক পরিধানকারী মেয়েদের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

অনেকেই হয়ত ভাববেন বর্তমান অপরাধপ্রবণ বিশ্বে এগুলোতো চুনোপুটির পর্যায়েও পড়ে না। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানো এবং সময় ও কালি কাগজ খরচ করার এমন কি প্রয়োজন আছে। ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনে বিভিন্ন স্তরের অনেক

বেশী জঘন্যতম অপরাধের খবরে পত্র-পত্রিকাদির কলেবর ভরা থাকে। বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিগান সাহেব নিজের দেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "আমেরিকা মহামারী আকারের অপরাধে ডুবে গেছে।"

অপরাধের ফিরিস্তি বা কোন দেশ বা কোন জাতি অপরাধের ক্ষেত্রে রেকর্ড স্থাপনে তৎপর তা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে-ই অপরাধ করুক না কেন আমরা আতংকিত হই, বেদনা বোধ করি। কেননা অপরাধ মাত্রই কম বেশী নিজের ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে মানবতাকে অবমানিত করে।

ছোট খাট অপরাধ দিয়েই অপরাধীর হাতে খড়ি হয় এবং তা অপরাধের প্রবাহকে জোরদার করে। ক্রমাগত সব অপরাধের মিলিত স্রোত সমাজকে পংকিলতায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে। এখানেই শেষ নয়। এক সমাজ হতে অপরাধ প্রবণতার পদ্ধতি অন্য সমাজে সংক্রামিত হয়। কালে এ যেন সাগরের পরিধি ডিঙ্গিয়ে মহাসাগরের রুদ্র রূপ ধারণ করে এবং তা বিশ্বকে গ্রাস করে চলে। মানবতা তখন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। উপরোক্ত দু'টো অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ অনুন্নত দেশ হলে কি হবে অপরাধ করার বুদ্ধিতে এ দেশ কারো পিছনে নেই একথা 'গর্বের' সাথেই বলা যায়। অপরাধের নায়কেরা বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিতে কসুর করেনি যদিও শেষ রক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধের পিছনে মানুষের বুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অপরাধ যত জঘন্যতর হয় বুদ্ধির তুখোড়তা তাতে তত প্রখর হয়ে উঠে। এ নিয়ে কথা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

উল্লেখিত অপরাধের নায়কদের নাম থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তারা মুসলমান। এটাই আলোচনার লক্ষ্য। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নবী। ক্বুরআন পাকে রসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। তাছাড়া সর্বোত্তম হওয়া ও থাকার জন্য তাদেরকে জোর তাগিদই দেওয়া হয়নি বরং তাদের উপরে আল্লাহ্ যে মহান দায়ীত্ব অর্পণ করেছেন তাহলো বিশ্ববাসীকে কল্যাণের পথ গ্রহণ ও অকল্যাণের পথ পরিহারের জন্য আহ্বান জানাতে। অথচ তারাই অকল্যাণের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এখানে যে কথাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র করা। একাজ শুরু হয় মানুষের বুদ্ধির শুদ্ধির মাধ্যমে। নবী জীবনের সংস্পর্শেই বুদ্ধি শুদ্ধির প্রক্রিয়াকে সমাজ জীবনে পুনর্বাসিত করে। এই 'সংস্পর্শ' শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় অত্যাবশ্যকও।

দীনের পূর্ণতা ও কিতাবের বিশুদ্ধতা যে দীর্ঘকাল ধরে ঐ প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে পারে না এর অকাট্য প্রমাণ হলো বর্তমান মুসলিম বিশ্ব।

নিজেদের খেয়াল ও যিদের বশবর্তী হয়ে নবুওয়তের দরজা অযথা বন্ধ রেখে বুদ্ধির শুদ্ধি তখন মানুষকে পবিত্র করণের মূলেই যে আঘাত হানা হচ্ছে তা উপলব্ধি করার সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ এবং এখনই মুসলিম জাহানকে বুদ্ধির শুদ্ধির কাজে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের পচন রোধ হতে পারে না। এমতাবস্থায় বিশ্ববাসীকে পবিত্র হওয়ার আহ্‌বানের নৈতিক ভিতও থাকে না। বস্তুতঃ এইরূপ আহ্‌বান স্বভাবিক ভাবেই প্রহসনের রূপ ধারণ করে। মুসলিম জাহানে এই প্রহসনই প্রকট রূপ ধারণ করেছে। যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কে গ্রহণের মাধ্যমেই সেই প্রহসনের ইতি ঘটতে পারে। কেননা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর অনুসারী হলে তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও নিষ্কলংক চরিত্রের যে সংস্পর্শ অনুভব করা যায় এবং তা আমাদিগকে রসূল করীম (সাঃ) এর 'সান্নিধ্যে' নিয়ে যায় ও আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ ঘটায়। বুদ্ধির সব পংকিলতা তখন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

—মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলীফ তুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিস্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ— এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ লিঃ

পরিবেশক ঃ— হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা
১নং আব্দুল গনি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯ ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪:২৯০

বয়‘আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পবিত্র কুরআন মজীদের আলোকেঃ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ط يقاتلون
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التورىة والانجيل والقران ط
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ط وذلك هو الفوز
العظيم o (التوبة : ١١٢)

অর্থঃ—“নিশ্চয় আল্লাহ্ মু’মিনদের জীবন ও ধন-সম্পদ (এই অঙ্গীকারের সহিত) ক্রয় করিয়াছেন যে, (ইহার বিনিময়ে) তাহারা জান্নাত লাভ করিবে; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে ফলে তাহারা (শত্রুদের দ্বারা আক্রান্তাবস্থায়) তাহাদিগকে নিপাত করে, আবার নিজেরা নিহতও হয়; ইহা আল্লাহ্‌র উপর ধার্যকৃত এক অবশ্যম্ভাবী প্রতিশ্রুতি যাহা তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে বর্ণিত আছে; আল্লাহ্ অপেক্ষা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ (বা রক্ষা)-কারী আর কে আছে? অতএব, (বয়‘আতের মাধ্যমে) তোমরা যে ব্যবসা করিয়াছ—ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তোমাদের এই চুক্তিতে তোমরা সন্তুষ্ট থাকিয়া আনন্দিত হও; ইহাই সবচাইতে বড় সফলতা।” (সূরা তওবা : ১১২ আয়াত)

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله - يد الله فوق ايديهم

অর্থ :—“(হে রসূল!) নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট বয়‘আত হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকটই বয়‘আত হয়; তাহাদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত (থাকে)।
(সূরা আল্-ফাতাহ্ : ১১ আয়াত)

لقد رضى الله عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم
فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا o

অর্থঃ “(হে রসূল!) আল্লাহ্ মু’মিনদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বয়‘আত হইয়াছিল। তাহাদের যে ঈমান ছিল তাহা তিনি জানিয়াছিলেন, অতএব ইহার ফলশ্রুতিতে তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং নিকটবর্তী বিজয় দান করেন।” (সূরা আল্ ফাতাহ্ : ১৯ আয়াত)

يا ايها النبى اذا جاءك المومنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن
وارجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم o
(الممتحنة : ١٣)

অর্থ :—হে নবী! তোমার নিকট যদি মু’মিন স্ত্রী লোকগণ এই কথার উপর বয়‘আত হইবার জন্য আসে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুই শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যিনা

করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, নিজেরা তাহাদের আশে-পাশে কাহারো উপর কোন অপবাদ রটনা করিয়া উপস্থিত করিবে না এবং ন্যায্য ব্যাপারে তোমার অবাধ্য হইবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বয়'আত কবুল কর এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"

(সূরা আল্ মুমতাহিনা, ১৩ আয়াত)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবাকেরাম চতুষ্টয় খলীফার নিকট বয়'আত হন। এমনি মুসলিম উম্মতে পার্থিব খলীফা—বাদশাহ্‌দের যুগেও বয়'আতানুষ্ঠান চালু ছিল এবং মুজাদ্দিদগণ, যাহারা প্রকৃতপক্ষে রসূলের (সাঃ) খলীফা হিসাবেই ছিলেন তাঁহাদের বেলাতেও জরুরী বিষয়রূপে জারী হইয়া আসিয়াছে এবং ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইলে তাঁহার নিকট মু'মিনদের অবশ্যই বয়া'আত হওয়ার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) জরুরী নির্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

فاذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدى

—"ইমাম মাহ্‌দী যাহির হওয়া প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তাঁহার হাতে বয়'আত করিও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে হয়..... (ইব্‌নে মাজা : পৃঃ ৩১০)

فاذا سمعتم به فاتوه فبايعوه (زجاجة حاشية ابن ماجه ص ٣١٠)

তাঁহার আগমন-বার্তা শুনা মাত্রই তোমরা তাঁহার নিকট হাযির হইয়া বয়'আত করিবে।"

(যুজাজা)

বয়'আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র কালাম ঃ

"খোদাতা'লা এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আমাকে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে পথ-ভ্রষ্টতার ঝড় উঠিয়াছে, তুমি এই ঝড়ের সময় এই 'কিশ্‌তি' প্রস্তুত কর। যে ব্যক্তি এই কিশ্‌তিতে আরোহণ করিবে সে ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করিবে তাহার মৃত্যু সমুপস্থিত।' খোদাতা'লা আরো বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার হাতে হাত রাখিবে সে তোমার হাতে নয় বরং খোদাতা'লার হাতে হাত রাখিবে।' সেই খোদাতা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন, 'আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব এবং আমার দিকে উত্তোলন করিব, কিন্তু তোমার খাঁটী অনুসারীগণ ও প্রেমিকগণ কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং তাহারা সর্বদাই অস্বীকারকারীগণের উপর বিজয়ী হইবে।"

(ফতেহ ইসলাম, ৩২, ৩৩ পৃষ্ঠা)

বয়'আত (بيعت) কথাটি বায়'উন (بيع) শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। بيع বায়'উন সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বলে, যদ্বারা একে অন্যকে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কোন দ্রব্য দিয়া থাকে। সুতরাং বয়'আত শব্দের তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি বয়'আত করে

সে আপন হৃদয়কে তাহার সমস্ত অধিকার সহ একজন পথপ্রদর্শকের হস্তে এতোদ্দেশ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে যেন সে তাহার বিনিময়ে এমন পূর্ণত্ব ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হয় যদ্দারা তত্ত্বজ্ঞান, নাজাত এবং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভ ঘটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বয়অ'াতের অর্থ শুধু তওবা করা নহে। কারণ, সেরূপ তওবা মানুষ স্বয়ং নিজে করিতে সক্ষম। পরন্তু ইহার দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান ও কল্যাণ লাভকে বুঝায়, যাহা মানুষকে প্রকৃত তওবা ও অনুতাপের পথে আনয়ন করে। বয়'আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ আপন সত্বাকে পথপ্রদর্শকের গোলামীতে (আনুগত্যে) নিয়োজিত করিয়া সেই তত্ত্ব-জ্ঞান ও কল্যাণ লাভ করে যদ্দারা ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে এবং আল্লাহতা'লার সহিত এক অনাবিল সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এইরূপে মানুষ পার্থিব জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পারলৌকিক নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পার্থিব দৃষ্টিহীনতা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আখেরাতের দৃষ্টিহীনতা হইতেও নিরাপদ হয়।" (জরুরতুল ইমাম, ৪৪-৪৫ পৃঃ)

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ ইং তারিখে একটি বিশেষ ঘোষণা শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। উহাতে বয়'আতের দশ শর্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বলেন :—

"এ সেই শর্তসমূহ যেগুলি বয়'আতকারীদের জন্য জরুরী। .....যাহারা পরীক্ষাকালে বয়'আতের এই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া এই মুবারক সিলসিলায় দাখিল হইবে তাহারা আমার জামা'তভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তাহারা আমার খাঁটি বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের সম্পর্কেই খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন, "আমি তাহাদিগকে তাহাদের ভিন্ন অপরাপরদের উপর ক্বিয়ামত কাল অবধি প্রাধান্য দান করিব এবং বরকত ও রহমত তাহাদের উপর বিরাজ করিবে।" অনন্তর বলিয়াছেন, খোদাতা'লার হুযুরে তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি সহকারে সর্বাত্মকভাবে উপস্থিত হও এবং নিজেদের রব্বে করীমকে একা ছাড়িয়া দিও না। যে তাঁহাকে একা ছাড়িবে তাহাকে একা ছাড়া হইবে।"
(তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, ১৪৬-১৫০ পৃঃ)

বয়'আতের দশ শর্ত : কুরআন করীমের আলোকে

প্রথম শর্ত :

এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতা'লার সহিত অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

শির্‌ক করিবে না—

o "আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোনকিছু শরীক সাব্যস্ত করিবে না।"
(সূরা নিসা : ৩৭ আয়াত)

"আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক সাব্যস্ত করিবে না, নিশ্চয় শরীক ভয়ংকর যুলুম।"
(সূরা লুকমান : ১৪ আয়াত)

০ "আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করা নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত অন্য সব কিছুই তিনি কাহারও জন্য ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দেন। কেননা যে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক সাব্যস্ত করে সে বস্তুতঃ বড় রকমের পাপ রটনা করে। (সূরা নিসা : ৪৯ আয়াত)

২য় শর্ত ঃ

মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম, ও খিয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

মিথ্যা—

০ "তোমরা মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাকিবে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৩৯ আয়াত)

০ তাহারা (মু'মিনরা) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (বা মিথ্যায় যোগ দেয় না)।" (সূরা আল্‌-ফুরক্বান : ৭৩ আয়াত)

ব্যভিচার বা পরদার গমন ঃ—

০ "তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না।" (সূরা বানি ইস্রাইল : ৩৩ আয়াত)

০ তাহারা (মু'মিনরা) ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।" (সূরা আল ফুরক্বান : ৬০ আয়াত)

০ (রহমানের দাস ঐ সকল ব্যক্তি) যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।" (সূরা মু'মিনূন : ৬ আয়াত)

০ এবং তাহারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হয়। (সূরা নূর : ৩১ আয়াত)

০ এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা (সতীত্ব) রক্ষা করিয়া চলে। (সূরা নূর : ৩৪ ৩১ আয়াত)

কামলোলুপ দৃষ্টি

০ "আল্লাহ্‌ (মানুষের) চক্ষুর খিয়ানত সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছেন এবং (মানব) বক্ষ যাহা করে তাহাও তিনি জানেন।" (সূরা আল-মু'মিন : ২০ আয়াত)

০ "মু'মিনদের বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের চক্ষু নত রাখে এবং এইরূপ তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।.....মু'মিন নারীদের বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের চক্ষু নত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে।" (সূরা নূর : ৩১, ৩২ আয়াত)

পাপ ও অবাধ্যতা

০ "প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের গোনাহ্‌ পরিহার কর, নিশ্চয় যাহারা স্বেচ্ছায় পাপ করে উহার কুফল নিশ্চয় তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।" (সূরা আল-আন্‌'আম : ১২০ আয়াত)

০ "এবং তিনি তোমাদের নিকট কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণীত করিয়া দিয়াছেন।" (সূরা আল হুজরাত ঃ ৮ আয়াত)

০ "আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া এখতিয়ার কর এবং তাহার সকল আদেশ মানিয়া চল; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবাধ্য লোকদিগকে সুপথের নির্দেশ ও সফলতা (হেদায়ত) দান করেন না।" (সূরা আল-মাইদাহ্‌ ঃ ২৭ আয়াত)

যুলুম ও খিয়ানত ঃ

০ "নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে এইজন্য ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহকারে আগমন করা সত্বেও তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, এবং তাহারা কিছুতেই ঈমান আনে নাই।" (সূরা ইউনুস ঃ ১৪ আয়াত)

০ "নিশ্চয় যে যুলুমকারী হইবে, সে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হইবে।" (সূরা ত্বা'হা ঃ ১১৬ আয়াত)

০ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ খিয়ানতকারী লোকদের সুপথের নির্দেশ (হেদায়ত) দান করেন না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৯ আয়াত)

"তুমি খিয়ানতকারীদিগের পক্ষ সমর্থনে বচসাকারী হইও না।" (সূরা নিসা ঃ ১১৬ আয়াত)

অশান্তি ও বিদ্রোহ ঃ

০ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অশান্তি ও বিদ্রোহ পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ্‌ ঃ ২০৬ আয়াত)

০ "এবং দেশের মধ্যে অশান্তি বিস্তারে লিপ্ত হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অশান্তি বিস্তারকারীদিগকে ভালবাসেন না।" (সূরা আল-কাসাস ঃ ৭৮ আয়াত)

০ "নিশ্চয় যারা উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মুখে যেৎনায় পতিত হওয়ার পর (আইন ভঙ্গ ও বিদ্রোহ না করিয়া) হিজরত করিয়াছে, অতঃপর জিহাদ করিয়াছে এবং ধৈর্যধারণ করিয়াছে, নিশ্চয় ইহার পর তোমার রব্ব (নির্যাতনের মুখে ধর্মত্যাগের ফিৎনায় পতিত ব্যক্তিদিগকে) ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন।" (সূরা আল-নাহ্‌ল ঃ ১১১ আয়াত)

৩য় শর্ত ঃ

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে। প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে, ইস্তিগফার পড়িবে এবং ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

০ "তোমরা নামায সমূহের হিফাযতে যত্নবান হও। (সূরা আল-বাক্বারাহ্ :- ২৩৯ আয়াত)

০ "যাহারা তাহাদের যাবতীয় নামাযের হিফাযত করে, (সে সকল মু'মিন নিশ্চয় সফল-কাম হইবে।" (সূরা আল-মু'মিনূন : ১০ আয়াত)

০ "(তাহারাই মুত্তাক্বী) যাহারা (যাবতীয় শর্তসহ) নামায ক্বায়েম করে। (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ৩ আয়াত)

তাহাজ্জুদ :

০ "এবং নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর।" (সূরা বানি ইস্রাইল : ৮০ আয়াত)

০ "এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের রব্বের সমীপে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৫ আয়াত)

০ "নিশ্চয় ('ইবাদতের উদ্দেশ্য) রাত্রিকালে উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক শক্ত পথ এবং বাক্যালাপে দৃঢ়তা দানকারী।" (সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল : ৩ আয়াত)

দরূদ :

০ "নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর নিরন্তর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও রহমত কামনা করে; হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং যথাযথ ভাবে সালাম পাঠাও।

(সূরা আল-আহ্‌যাব : ৫৭ আয়াত)

ইস্তিগফার :

০ "এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল : ২১ আয়াত)

০ "তোমরা তোমাদের রব্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা হুদ : ৯১ আয়াত)

হামদ ও তা'রিফ :

"সুতরাং তুমি তোমার রব্বের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর; (সূরা আল-নসর : ৪ আয়াত)

৪র্থ শর্ত :

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

০ এবং (রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা) যাহারা যমীনের উপর নম্র হইয়া চলে এবং যখন মূর্খগণ তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া)

বলে—'সালামা' (আমরা শান্তি কামনা করি)।" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৪ আয়াত)

o "এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি মার্জনাশীল ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫ আয়াত)

o "নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১১ আয়াত)

o "এবং নিজেদের দরিদ্র থাকা সত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়।" (সূরা আল-হাশ্‌র : ১০ আয়াত)

৫ম শর্ত ঃ

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

o "এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ এবং প্রাণ সমূহ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব ; এবং তুমি ধৈর্যশীল লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—যাহারা, যখন তাহাদের উপর বিপদ আসে তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সূরা আল-বাক্বারাহ্‌ : ১৫৬-১৫৭ আয়াত)

o "মনোযোগ দিয়া শুন! নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাহাদের কোন ভয় নাই, এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।" (সূরা যুমার : ৬৩ আয়াত)

o "এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের অস্তিত্বকে বিক্রয় করিয়া দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।" (সূরা আল-বাক্বারাহ্‌ : ২০৮ আয়াত)

o "এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পন করে এবং সৎকর্মশীল হয় তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রব্বের নিকট সংরক্ষিত আছে এবং তাহারা ভীত হইবে না এবং দুর্ভাবনা-গ্রস্থও হইবে না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ্‌ : ১১৩ আয়াত)

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ

সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কু-প্রবৃত্তির অধীন হইবে না। পবিত্র কুর-আনের অনুশাসন ষোল আনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

o "যাহারা এই রসূল—উম্মী-নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তাওরাত ও ইন্‌জীলে লিখিত দেখিতে পায়—যে তাহাদিগকে পূর্ণ-কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে

হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং তাহাদের গলার বেড়ি (হাড়কাঠ) যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৮ আয়াত)

o .....এবং রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন উহা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন উহা হইতে তোমরা বিরত থাক...(সূরা হাশ্‌র : ৮ আয়াত)

o "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না।" (সূরা আল-বাকারাহ্‌, ২০৯ আয়াত)

৭ম শর্ত :

ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবনযাপন করিবে।

o "এবং হিংসা-বিদ্বেষকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা-বিদ্বেষ করে।

(সূরা আল-ফালাক : ৬ আয়াত)

o "আহ্‌লে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাহাদের অন্তর হইতে উদ্ভূত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাঙ্খা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফির বানাইয়া দিতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাঁহার আদেশ নাযিল করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(সূরা আল-বাকারাহ্‌ : ১১০ আয়াত)

o "সে অস্বীকার করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুত : সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।" (সূরা আল-বাকারাহ্‌ : ৩৫ আয়াত)

o ".....তাহারা যমীনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে চাহে না।" (সূরা কাসাস : ৮৪ আয়াত)

o "অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।" (সূরা আল-নহ্‌ল : ৩০ আয়াত)

o ...অহংকারকারীদের জন্য কি জাহান্নামের আবাসস্থল নহে?" (সূরা যুমার : ৬১ আয়াত)

o এবং তুমি লোকদের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে নিজের গাল বাঁকা করিও না এবং যমীনে অহংকারের সহিত চলিও না; আল্লাহ্‌ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে আদৌ ভালবাসেন না।"

(সূরা লুকমান : ১৯ আয়াত)

o প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।" (সূরা আল-মু'মিন : ২৮ আয়াত)

৮ম শর্ত :

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

০ তুমি বল, "তোমাদের পিতাগণ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভাইগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে ধন-সম্পদ তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা বাণিজ্য যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমার অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্‌ অবাধ্য জাতিকে হেদায়ত দান করেন না।"

(সূরা তওবা: ২৪ আয়াত)

০ তাহারা চাহে যদি তুমি নমনীয় হও তাহারাও নমনীয় হইবে।"

(সূরা কালাম: ১০ আয়াত)

৯ম শর্ত:

আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

০ আমরা তাহাদিগকে যেই রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।"

(সূরা আল-বাক্বারাহ্‌: ৩ আয়াত)

০ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং সে সৎকর্মশীল হয় তাহা হইলে তাহার জন্য তাহার রব্বের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে…(সূরা আল-বাক্বারাহ্‌: ১১৩ আয়াত)

১০ম শর্ত:

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

০ এই নবী মু'মিনগণের জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা।" (সূরা আল- আহ্‌যাব: ৭ আয়াত)

সংকলন ও প্রযোজনা:

বিনীত: মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

সদর মুরুব্বী

"মুহাম্মাদ সাঃ দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মুহাম্মাদ সাঃ যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
খোদার ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা
দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।"

(ফারসী দুররে সামীন)

তওহীদের শিক্ষাদাতা

ও

মানবতার ত্রাণকর্তা

সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের সীরাত বর্ণনার প্রয়াসে উদ্যত হয়েছি যাঁর স্মরণ ও যিক্‌র এবং যে প্রিয়ের উপর 'দরূদ' পাঠ করলে সাওয়াব ও পুণ্যলাভ হয়ে থাকে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যাঁর কল্যাণপূর্ণ সীরাতের প্রভাব আমার—আপনার—উম্মতে মুসলেমার, বিশ্বমানবতার তথা ইহকাল ও পরকালের সকলকে এমন ভাবে আবেষ্টন করে রেখেছে যে, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন ও মেধাপূর্ণ কোন মানব মস্তিষ্ক তা যতটাই বর্ণনা করুক না কেন, অবশ্যই অপূর্ণ থেকে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল পিতা আবদুল্লাহ্ ও মাতা আমেনার আদরের দুলালের নামই নয় বরং মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্রতাপূর্ণ সেই ব্যক্তিত্বের নাম, যিনি আরবের নিভৃত মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করে দুনিয়ার ইতিহাসে এমন এক মহান বিপ্লব সাধন করেছেন যা যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত করে স্বর্গীয় নূরের আলোকচ্ছটায় বিশ্বকে সুষমামণ্ডিত ও উদ্ভাসিত করেছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) খোদাতা'লার মখলুকাতের সৃষ্টির সেই মুকামের নাম, যেখানে পৌছুতে ফিরিশ্‌তা জীবরাঈলের পাখাও জ্বলে ভস্মীভূত হয়। মুহাম্মদ (সাঃ) খোদাতা'লার সৃষ্টজগতের সেই কেন্দ্র-বিন্দুর নাম যেখানে খোদাতা'লার যাবতীয় গুণাবলী কেন্দ্রীভূত হয়ে বিকশিত হয়েছে এবং মানবীয় সকল গুণাবলীও সুসংহিত হয়েছে যাতে সৃষ্ট জগত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"—এর হাকীকত, মা'রিফাত ও তত্ত্ব-দর্শন হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হয়! কেহই মুকামে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেনি; আর তা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ) কে সম্বোধন করে বলেছেন—'লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাক'

—হে মুহাম্মদ (সাঃ)! যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে এই আসমান—যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

যেমনিভাবে পার্থিব জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও মুকামের স্বচ্ছ ধারণা অর্জিত হতে পারে না, তেমনি রূহানীভাবেও মুকামে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ রূপ দর্শন কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সমগ্র দুনিয়ায় যা কিছু কল্যাণকর রয়েছে সকলই মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই বরকত ও আশিস আর ভবিষ্যতে যা কিছু কল্যাণকর সংঘটিত হবে তাও মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই কল্যাণবর্ষী প্রভাবের ফলশ্রুতিতেই ঘটবে।

মানবজাতিকে পাশবিকতার কবল থেকে মুক্ত করে উচ্চ ও উন্নত শিক্ষার সাথে পরিচয় করাতে মানবতার মূর্তপ্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ্‌তা'লা ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে (মতান্তরে ৫৭১ খৃঃ ৯ই রবিউল আউয়াল) দুনিয়াতে প্রেরণ করেন।

যে জাতিতে সে যমানায় হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের বর্বরতাপূর্ণ অবস্থার ইতিবৃত্ত এই সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, যুলুম-অত্যাচার পৈশাচিকতায় তাদের কোন জুড়ি ছিল না।

রোম ও পারশ্য সম্রাটদের সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী ছিল বটে, ছিল সুরম্য অট্টালিকা ও বিরাটাকায় রাজপ্রসাদ, সুন্দর মনোরম সুদৃশ্য বাগানও; কিন্তু সে সবই ছিল পার্থিব লালসার রসনায় পরিপূর্ণ। ভোগ বিলাসের আতিশয্যে মানব-বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে মানবতার অবমাননা করে ঐ সকল ইমারতের ভিত্ গড়া হয়েছিল। দেয়ালের প্রতিটি ইট স্থাপিত হয়েছিল মানুষের উপর দাসত্বের যুলুমপূর্ণ ষ্টীম-রোলার চালিয়ে মানবতাকে দলিত-মথিত করে। তাই বাহ্যতঃ যদিও প্রাচুর্য ছিল কিন্তু তা ছিল কেবলই অন্তঃসারশূন্য খোলসমাত্র।

ইতিহাসের এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে মানব-বিবেকের বন্দীদশা ঘুচাতে বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদ আরাবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা এক কামিল কিতাব-পূর্ণাঙ্গ ঐশীগ্রন্থ কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন এবং মানবতা তথা মানবজাতীর প্রতি পরম কৃপাভরে এই মুকাম্মিল ও মুকাদ্দাস--(পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র) ঐশীগ্রন্থের উপর আমলকারী এক উম্মতেরও উত্থান ঘটিয়েছেন; যার বদৌলতে মানবসভ্যতার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে এক মহান বিপ্লব জন্ম নিল। সে বিপ্লবের প্রগতিপূর্ণ ধারা কেবল আরব এলাকা বা সেই নির্দিষ্ট যমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না বরঞ্চ কিয়ামতকাল অবধি মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করল।

যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ছিলেন উম্মতে মুসলিমা তা সমসাময়িক কালের বিরাজমান যাবতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ছিল। কেননা, উম্মতে মুসলেমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছিল—"তা'ল্লুক বিল্লাহ"—অর্থাৎ খোদাতা'লার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের উপায়-উপকরণের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধশালী।

যে মানবগোষ্ঠি অগ্নির দাহিকাশক্তি দর্শনে ভীত হয়ে অগ্নিকে খোদাজ্ঞানে উপাসনা করেছে, মাটি-পাথর নির্মিত মূর্তির কাছে মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তির আশায় সিজদাবনত হয়েছে, খোদাতা'লার প্রেরিত নবীকে খোদা বা খোদার পুত্রের আসনে বসিয়েছে; সেই মানবগোষ্ঠীকেই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তওহীদের অমর শিক্ষা —"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর হাক্বীকত মা'রিফত, তত্ব-দর্শনপূর্ণ শিক্ষার সাথে পরিচিত করেছেন। সে পরিচয় এমন নিবিড় পরিচয় যে—তারা জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে খোদার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তারা তওহীদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে তওহীদের তত্ব-দর্শনকে নিজ জীবনের ভিত্তি বানিয়েছেন, তওহীদে কায়েম হয়েছেন, কেননা তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের প্রতি মুহূর্তে তওহীদের শিক্ষা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর বাস্তব প্রতিফলন দর্শন করেছেন।

ওহুদের যুদ্ধে হুযূর আকরাম (সাঃ) আহত হওয়ায় কাফিরেরা ভাবল যে, রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) বুঝিবা শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তারা পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে যথাক্রমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর নাম ধরে ডাকল কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) এর চুপ থাকবার ইশারা পেয়ে কেউই প্রত্যুত্তর করলেন না। ফলে কাফিরেরা ভাবল তাদের দেবতাগুলি বুঝি খোদাতা'লার উপরে জয়যুক্ত হয়েছে। তাই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল "উঅ্‌লু হুবুল"—হুবুল দেবতার জয়। কাফিরদের এই জয়োল্লাস—খোদাতা'লার তওহীদের প্রতি এ চ্যালেঞ্জ রসূলে করীম (সাঃ) এর বক্ষে লালিত তওহীদের মর্যাদাকে উজ্জীবিত করল, তিনি বজ্রনিনাদে সাহাবীগণকে নির্দেশ করলেন—এখনও তোমরা চুপ কেন! জবাব দাও। তিনি স্বয়ং তওহীদ প্রকাশক জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—"আল্লাহু আকবর"—আল্লাহ্‌ই মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান। এ না'রা প্রদানের মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যেমনিভাবে কাফিরদের তওহীদের শিক্ষা বুঝিয়েছেন, তেমনি সাহাবীগণকেও তওহীদের গুঢ়-তত্ব ও প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়েছেন। তওহীদের আসল ও মূলভিত্তিই হ'ল খোদাতা'লার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন। তাই মুহাম্মদ, আবুবকর, ওমর-এর শাহাদাত খোদাতা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোনই প্রতিবন্ধকতা নয়, নীতিগতভাবে সাহাবীগণকে তিনি এই মৌলিক বিষয়টির শিক্ষা প্রদান করেছেন।

হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এমন এক মুকামে উন্নীত রয়েছেন যে আল্লাহতা'লা স্বয়ং পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন—

—'সুম্মাদানা ফাতাদাল্লা ফা কানা কাবা কাওসাইনে আও আদ্‌না'

অর্থাৎ তিনি খোদার নিকটবর্তী হয়েছেন আর আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁকে সান্নিধ্য দানের ইচ্ছায় উর্ধলোক থেকে নিম্নে এলেন এবং তিনি (রসূল সাঃ) এতটা নিকটে পৌঁছে গেলেন যেন ধনুকের দুই কামানীর সংযোজনকারী 'তার' বরং তার চেয়েও নিকটে।

এ থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হ'ল এই যে, হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) খোদাতা'লা এবং মখলুকাত—সৃষ্টজগতের যোজন স্বরূপ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতিকে খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রবহমান নিদর্শন দেখিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মানুষকে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। খোদাবিমুখ মানুষ উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, শয়নে-স্বপনে যখন খোদা দর্শনের আস্বাদ পেল, তখন দুনিয়ার পর্বত সমান দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ, যুলুম-অত্যাচারেও তারা খোদার সান্নিধ্য হারাতে রাজী হ'ল না। তাদের অন্তরাত্মা থেকে এ ধ্বনিই নির্গত হ'ল, 'হে আল্লাহ্‌, আমরা তোমারই সান্নিধ্য যাচ্‌ঞা করি।'

এ পুঁথিগত কেচ্ছা-কাহিনী নয়, বাস্তব সত্য। হযরত বিলাল (রাঃ) কে রৌদ্রকরজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বালুকারাশিতে যখন বুকে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হোত এবং তওহীদের অস্বীকার করলেই যুলুমের এই পেয়ালা তার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হ'ত, তবুও অস্বীকারের পরিবর্তে যুলুমের পাথর ভেদ করে তথা হ'তে তওহীদেরই পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হোত।

'আল্লাহু আহাদ—
আল্লাহু আহাদ.....'
অর্থাৎ—আল্লাহ্‌ এক.....
আল্লাহ্‌ এক.....

দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার-নির্যাতন ভোগের পর আল্লাহতা'লা যখন মুসলমানগণকে পার্থিব জগতের ধন-দৌলত, প্রাচুর্য, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ও শাসন ক্ষমতা দ্বারা অনুগৃহীত করলেন, তখনও ইঁরা জহরতের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাঁরা তাকাননি, বরং খোদাতা'লার হাম্‌দ ও প্রশংসায় তারা তওহীদের প্রতি আরও অনুরক্ত হয়েছেন।

তা'আল্লুক বিল্লাহ-এর শিকড় হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের হৃদয়-কন্দরে এমন গভীরভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে তাদের অন্তর হ'তে পার্থিব জগতের ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, লোভ-লালসা বিদূরীত হয়ে সেখানে তাদের রব্বের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্‌-এর মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন তিনি। তিনি খোদাতা'লার গুণাবলীর চরম ও পরম বিকাশক ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লার সিফাতে তিনি এত রঙ্গীন হ'লেন যে তিনি চলা-ফেরায়, আচার-আচরণে, চারিত্রিক মাধুর্যপূর্ণ এক দীপ্তিমান সূর্য 'সিরাজুম-মুনীরা'-এর রূপ পরিগ্রহ করলেন। মুহাব্বতে ইলাহিয়াতে এত বিভোর হলেন যে, নিজ জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম আশা-আকাঙ্খা, আরাম-আয়েশ, জীবন-মৃত্যু সকলই খোদাতা'লার রিযামন্দিতে (সন্তুষ্টিতে) সোপর্দ করলেন।

মানবতা তথা মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর খাতামীয়-তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে আজ থেকে প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্বের সেই দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি থমকিয়ে যায়, যখন কেবল মক্কা নগরীর অলি-গলিতেই নয় বরঞ্চ সমগ্র দুনিয়ার বাজারগুলিতে মানুষ বিক্রীর কারবার বৈধ বলে বিবেচিত হ'ত। পণ্যসামগ্রীর ন্যায় আদম সন্তানের বেচা-কেনা চলত। দাসত্বের লানতে আহত পশুর ন্যায় মানব-সন্তানেরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করত। মানবতাবোধের নীতিবাক্য খাঁচাবদ্ধ পশুর ন্যায় চীৎকার ও ছটফট করত।

মানবতার এমনি দূর্দিনে মানবতার মুক্তিদাতা সারোয়ারে কায়েনাত হযরত রসূল করীম (সাঃ) আদম-সন্তানের ন্যায্য অধিকার মানবীয় মর্যাদাকে যথাস্থানে সুনিপুণ হস্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবের অনুভূতিতে তিনি যা সঞ্চারিত করেছেন তা হ'ল—'হে মানুষ, তুমি বেচা-কেনার কোন পণ্য নও, তুমি আশরাফুল মখলুকাত, আল্লাহ্‌তা'লার উৎকৃষ্ট এক সৃষ্টি।'

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) দাসত্বের লানত থেকে মানবজাতিকে অভিশাপমুক্ত করেছেন আর এই শিক্ষা দিয়েছেন যে—তোমরা চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মাধুর্য দ্বারা পরস্পরকে বন্ধুত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে পার কিন্তু বাহুবলে, ক্ষমতাবলে বা সম্পদের বলে একে অন্যের দেহ, বোধশক্তি বা ইচ্ছাকে খরিদ করতে পার না।

দাসত্ব-প্রথা বিলোপে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর খাতামীয়তের এই মুকাম আজ হয়ত আমরা বুঝতে পারছিনা ; কিন্তু বুঝেছিলেন হযরত খাব্বাব (রাঃ), যাঁকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাদানকারী শিক্ষায় পরিপুর্ণ ধর্ম—ইসলামে ঈমান আনার অপরাধে দা-বটীর ধারালো প্রান্তের উপর অকস্মাৎ শুইয়ে দেয়া হ'ত।

হযরত যায়ীদ (রাঃ)ও বুঝেছিলেন, যিনি দাসত্বের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেও নিজ পিতার নিকট ফিরে যাওয়া অপেক্ষা রূহানী পিতার মধুর সাহচর্য লাভকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বুঝেছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)ও —যাঁকে যুলুমের পাথরের তলদেশ থেকে মুক্ত করে ইসলামের শান্তিময় সুশীতল ঝাণ্ডার নীচে আশ্রয় দান করেছিলেন হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)।

কতিপয় দাসের মুক্তিদান বা কেবল দাসত্বপ্রথাকেই তিনি নির্মূল করেননি বরং বর্ণ-বৈষম্যের মূলোৎপাটন করেছেন। অনারবীয়ের উপর আরবীয়ের, দূর্বলের উপর শক্তিশালীর, দরিদ্রশ্রেণীর উপর ধনিক শ্রেণীর এমনি সকল প্রকারের প্রভুত্বেরই তিনি অবসান ঘটিয়েছেন। সাম্যের মনোরম শিক্ষাদানে তিনি ঘোষণা দান করেছেন—মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান। এমনকি সমানের সাম্যের এই কাতারে নিজেকেও একাগ্র করতে কোনরূপ কুণ্ঠিত হতেন না। তারই বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখি যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধে খনন-কার্যে অংশ নিচ্ছেন এবং অপর এক যুদ্ধে লাকড়ি আহরণের কাজ করছেন।

বিত্ত-বৈভব, জন্ম-পরিচয় বা বংশগৌরব ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি যে মানুষকে মর্যাদা দান করে না তার বাস্তব নমুনাও এ বিশ্বে তিনি দেখিয়েছেন। গোটা বিশ্ব অবাক ও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল যেবার যুদ্ধে দাসপুত্র হযরত উসামা বিন যায়ীদ (রাঃ) এর সেনাপতিত্বে উচ্চ শ্রেণীর সাহাবাগণ (রাঃ)ও সাধারণ সৈনিকের বেশে যুদ্ধে অংশ নিলেন।

বিশ্বজগৎ প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের পরিবর্তে কৃপা ও ক্ষমার অত্যাশ্চর্য ও অভূতপূর্ব এই মহান নমুনাও দর্শন করল যে, মক্কা বিজয়ের পর এক হাবশী ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রাঃ) এর ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে রক্ষা পেল তথাকথিত সম্মানিত ও সম্ভ্রান্তের দল, যাদের বক্ষে সঞ্চিত ছিল আত্মম্ভরিতার পাহাড়, যাদের হস্ত থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ত যুলুম-অত্যাচার নির্যাতনের অগ্নি ইষ্টক, অহংকারের বন্যায় যারা অন্যদের ভাসিয়ে দিত।

পরিশেষে এই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) এর পবিত্র সীরাত এক অফুরন্ত খাজানা। যেমন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আকরাম (সাঃ) এর সীরাত সমগ্র কুরআনেই বিস্তৃতি লাভ করেছে।

অতএব, এই অধম মহাসমুদ্রের জলরাশিতে অবগাহনরূপে সেই পবিত্রতম সীরাতের দুই-চারিটি বালুকণার উল্লেখ করার ক্ষীণ প্রয়াস ও দুঃসাহস করলাম মাত্র। আল্লাহ্‌তা'লা আপন অনুগ্রহে ইহা কবুল করুন! আমীন!!

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

অভিন্ন সীরাত

মুহাম্মদ আলামীন সিদ্দীক
মানব দরদী ন্যায় বিচারক পুঁত পবিত্র
জাহেলিয়াত যুগে মক্কার আদর্শ পুরুষ
আত্মার আত্মীয় বিশ্বস্ত আমানতদার সকলের,
অকস্মাৎ হয়ে গেল বিপথগামী মিথ্যুক
মহা অপরাধী কতলযোগ্য একেবারে,
অপরাধ অন্যকিছু নয়—
খোদার ঐশী বাণী করিয়াছে লাভ
"বল, আল্লাহ্ এক মুহাম্মদ তাঁর রসূল"!

তেরশ' বছর পরে হেরি এ কি অভিন্ন ছবি?
মুহাম্মদের প্রতিচ্ছায়া বুরুয গোলাম আহ্মদ
খোদার ধ্যানে মগ্ন, রসূলের প্রেমে বিভোর,
ইসলামের বিজয়ী জেনারেল সুলতানুল কলম
সত্যের সেবায়, মুহাম্মাদের মহিমা বিকাশের
চরিত্র সুষমায়, মানবপ্রেম ও সত্যবাদীতায়
যেন সেই আলামীন, উজ্জল মরু ভাস্কর,
হঠাৎ হয়ে গেল বিপথগামী মিথ্যুক!
কাফির মুর্তাদ, কতলে আম্ নির্বিচারে,
অপরাধ অন্য কিছু নয়—
লভিয়াছে ঐশী বাণী রহমান খোদার
"বল, তুমি সত্য মাহ্দী ইমাম যমানার"!

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিস বর্ষণ করিব যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ অন্বেষণ করিবে।

—ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
(আল-ওসিয়্যত, ১৯০৫ ইসাব্দ)

মহিলাঅঙ্গন ঃ

আদর্শ জননী

শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের প্রিয় ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বলেছেন যে, একজন আদর্শ জননী ছাড়া আদর্শ সন্তান লাভ হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত" এইখানে একটি গুরুদায়িত্ব মায়ের উপর। মা আগে বেহেশতী না হলে সন্তান বেহেশ্‌ত পাবে কোথা থেকে? তাই সেই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের জননীদের আগে সচেতন ও অবগত হতে হবে।

আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, ইসলাম নারী পুরুষের সম্পর্কে সাম্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে "লাহুন্না মিসলুল্লাযী আলায়হিন্না" অর্থাৎ নারীর উপর পুরুষের যতটুকু অধিকার পুরুষের উপরও নারীর ততটুকু অধিকার। সুতরাং হে আহ্‌মদী জননীগণ! আমাদের উপর আল্লাহ্‌তা'লা এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। আমাদের সন্তানদের জীবন এমন একটি ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে যেন তাদের পালা আসলে, তারা আকাশের উজ্জল তারকার মত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। উত্তম মায়ের তত্বাবধানে লালিত-পালিত সন্তান কেবল দিবারাত্র তার মায়ের ধর্মনিষ্ঠা অর্থাৎ নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত, সদকা, খয়রাত, ধর্মের সেবা এবং রসূলে পাক (সাঃ) এর জন্য ভালবাসা, ধর্মের জন্য গৌরব বোধ ইত্যাদি দেখে না বরং সে প্রত্যক্ষ করবে তার মাকেও।

আজকের নাসেরাত বোনেরা আগামী দিনের মা হবে, আর আজকের তিফল (শিশু) কালকের পিতা হবে। তাই নিজের কোলে ধর্ম-নিষ্ঠার দোলনা সৃষ্টি করুন। নিজেদের কোলের মধ্যে ঐ রত্ন গঠন করুন। একটি শিশু যখন গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মায়ের কোলে আসে, তখন সাথে সাথেই তার কানে আযানের ধ্বনি পৌছাতে হয়। কেননা আযানের কথাগুলির মধ্যে শুধু ইসলামী শিক্ষার আসল কথাগুলিই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উহার মধ্যে একটি শক্তিশালী আহ্বানের স্পন্দন থাকে যার মাধ্যমে সদ্য প্রসূত শিশুকে ডাকা হয়; হে শ্রবণকারী! এই দিকে মনযোগ দাও নামায এবং মঙ্গলের রাস্তায় পা ফেলে চলার প্রস্তুতি নাও। অতএব রসূলে করীম (সাঃ) এর পবিত্র আদেশ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের তরবীয়ত তার জন্মের সাথে সাথেই হওয়া উচিত। প্রথমে শিশু কিছু বুঝে না এই রকম ধারণা করা মা-দের ভুল। এ ব্যাপারে অধিকাংশ পিতামাতাই এ ভয়ানক ভুলের মধ্যে পড়ে আছেন।

পিতামাতা ভাবেন শৈশব তো খেলাধুলার স্বাধীন এবং বন্ধনহীন জীবন, বাচ্চা যখন বড় হবে তখনই তার ধর্মীয় জ্ঞান হবে, পরে তরবিয়তের সময় হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধ্বংসাত্মক ও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আর একটি দিক চিন্তা করলে আমরা আহ্‌মদী জননীগণ বুঝতে পারি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "হে পুরুষগণ! তোমরা ধর্মপরায়ণা স্ত্রী গ্রহণ কর। নচেৎ তোমাদের ভবিষ্যৎ ধূলিময় হবে। কারণ একজন ধর্মপরায়ণা নারী ব্যতীত আদর্শ জননী হতে পারে না।" তাছাড়া ধর্ম-পরায়ণা স্ত্রী যদি না হয় তবে পুরুষগণ ধর্মা-পরায়ণা কন্যা কোথা হতে সংগ্রহ করবে? ধর্মহীনা মা সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের যোগ্যতা রাখে না।

আদর্শ জননী হতে হলে আমাদের প্রত্যেক অন্যায় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে! অন্যের বিরূপ সমালোচনা হ'তে দূরে থাকতে হবে। মায়া-মাখা স্নেহভরা কথা দ্বারা সন্তানদের উপদেশাবলী দিতে হবে। মায়ের এ সকল আচরণ তার সন্তানের জন্য হৃদয়গ্রাহী দিশারীর নমুনা স্বরূপ। মায়ের সমস্ত কথা মধু ও অমৃতের ফোঁটার মত তার কাণে বর্ষিত হতে থাকে। ফোঁটা ফোঁটা পানি যদি কঠিন পাথরের মধ্যে স্থায়ী চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে তবে মায়ের প্রতিদিনকার সকাল সন্ধ্যার পবিত্র আদর্শ ও উপদেশাবলী শিশুর হৃদয়ে অটল ঈমানের সৃষ্টি করবে না কেন? সুতরাং আসল কথা হল মায়েদের পবিত্রতা, সত্যতা ও ধর্মপরায়ণতা অর্জন করতে হবে। আমাদের হুযুর (সাঃ) বলেছেন 'দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর"। এখন আহ্‌মদী আদর্শ জননীরা প্রশ্ন করতে পারেন যে সন্তানদের কি তরবীয়ত দেয়া যেতে পারে? তরবীয়তের পূর্ণ বিধানতো কুরআন শরীফের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই পবিত্র পূর্ণ বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যেই আমাদের জামা'তের পবিত্র ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—"ওয়ালাকুম, ফি রাসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা!" অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। এ বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, কুরআন এবং রসূলের আদর্শের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে আমাদের পূর্ণ বিধান। কুরআনই আমাদের ইসলামী শিক্ষাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছে যেমন—আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, আল্লাহ্‌র হক্ ও বান্দার হক্ সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার আসল রূপায়ন বিধৃত হয়েছে। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আহ্‌মদী জননীর কর্তব্য, শিশুর অন্তরের মধ্যে এই কথা বদ্ধমূল করে দেয়া যে, খোদাতা'লা দুনিয়ার লোকগণকে পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন সময় ঐশী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন এবং উহাদের মধ্যে শেষ গ্রন্থ এবং বিধান কুরআন মজীদ, যার উপর আমল ব্যতিরেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। প্রত্যেক আহ্‌মদী শিশুর হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকা দরকার যে মানুষকে পথের দিশা দেয়া এবং তাদের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপনের জন্য যুগে যুগে খোদাতা'লা রসূল প্রেরণ করে থাকেন। তাদের মধ্যে

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শেষ বিধানধারী রসূল যিনি সমস্ত নবীগণের সর্দার খাতামান্নাবীঈন এবং আফযালুর রসূল (শ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ) যাঁর আনিত ধর্মের সেবা এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে রসূল পাক (সাঃ) এর খাদিম (সেবক) বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

অতএব, ইহার উপর ঈমানকে অটল রাখতে হলে নামায ও দো'আর পা-বন্দী হতে হবে। শ্রদ্ধেয় আহ্‌মদী মায়েরা! হে ইসলামের কন্যাগণ! আজ থেকে শপথ নাও যে, আমাদের বাচ্চাদের অথবা আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে অবশ্যই এই নেক কাজ দু'টি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রথম হ'ল নামায, দ্বিতীয় দো'আর পাবন্দরূপে তৈরী করতে হবে। আমাদের খোদায়ী জামা'তের সদস্য হতে হবে এবং সন্তানদের মধ্যে সময় এবং আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সত্য কথা বলবে যেন সন্তানের মাথা কখনও নীচু না হয় এবং সকল মজলিসে তার মাথা উঁচু থাকতে হবে। আসল কথা ইহাই যে, ইসলাম এবং সত্য কথা বলা একই অর্থ হওয়া উচিত। এক ব্যক্তি আহ্‌মদী হওয়ার অর্থ এই কথার দায়িত্ব স্কন্ধে বহন করে নেয় যে, সে নিজে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মিথ্যা কখনও মুখে আনবে না। এই আদর্শের মূলে আমাদের মসীহ্ মাওউদ (আঃ) গভীর তাকীদ করেছেন। হে আহ্‌মদী মায়েরা! এই সমস্ত আদর্শ নিজেদের মধ্যে আগ্রহের সাথে গ্রহণ কর, আমল কর এবং সেই আমলের তারিজ সন্তানদের মধ্যে পেশ কর। উহার চেয়ে অধিক দৃঢ় এবং সস্তা তাবিজ তোমাদের শিশুর চিরস্থায়ী হিফাযতের জন্য আকাশের নীচে আর কি হতে পারে? পিতা মাতার দো'আ সন্তানের জন্য অমৃতের কাজ করে। জানিনা কোন ধর্মপরায়ণা মাতা নিজের সন্তানের সমস্ত আদর্শ শিক্ষা অর্জনের জন্য দো'আ করতে অবহেলা প্রদর্শন করেন কি না। যদি করে থাকেন তবে এর চেয়ে বড় অন্যায় বঞ্চনা আমার ধারণায় আর কিছুই হতে পারে না।

আসুন, আমরা আহ্‌মদী মায়েরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি হে সৃষ্টিকর্তা ও পালন কর্তা খোদা, হে আমাদের আসমানী প্রভু! দুর্বলকে শক্তি দান কর, খোদা তুমি আহ্‌মদী মায়েদের হৃদয়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি করে দাও যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে তোমার প্রকৃত সেবক বানাতে পারেন। আল্লাহ্ আমাদের উপর নিজ খাস ফযল ও রহমত নাযিল করুন। আমীন।

মাকসুদা ফারুক
লাজনা এমাউল্লাহ, বি. বাড়িয়া

"যাহারা নিজ স্ত্রীদেরকে বেপর্দা ভাবে বাহিরে লইয়া যায় এবং স্ত্রী পুরুষের মিলিত পার্টিতে যায়, সে যদি আহ্‌মদী হইয়া থাকে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ না রাখা তোমাদের কর্তব্য. তাহাদের সংগে মুসাফাহ করিবে না, তাহাদের সালাম দিবে না। তাহাদের পিছনে নামায পড়িবে না এবং জামা'তের কোন কার্য নির্বাহী পদ দেওয়া যাইবে না। বরং সম্ভব হইলে তাহাদের জানাযা পড়িবে না। আবার জামা'তে মহিলাগণের উচিত তাহাদের স্ত্রী গণের সহিত সম্পর্ক না রাখা।

—হযরত মুসলেহ্‌মাউওদ (রাঃ)

(খুতবা জুমু'আ ৬ই জুন-১৯৫৬ মারী মোকামে)

জরুরী বিজ্ঞপ্তী

১। সকল লাজনা এমাউল্লাহ্‌ বোনদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমরা বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌ বোনদের পুনরায় সুসংগঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছি। বাংলাদেশের সকল জামা'তের লাজনা এমাউল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্টদের নিকট আবেদন যেন তাঁহারা স্ব স্ব লাজনা এমাউল্লাহর মজলিসে আমেলার সদস্যগণের নাম লাজনার সংখ্যাসহ ঢাকা কেন্দ্রে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন।

রোকেয়া আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ

২। সকল লাজনা ও নাসেরাত বোনদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়ার বোনদের পুনরায় সুসংগঠিত করার পদক্ষেপ অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল জামা'তের লাজনার প্রেসিডেন্টদের নিকট আবেদন তাহারা যেন স্ব স্ব নাসেরাতদের নাম ও সংখ্যা এবং তাহাদের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া ঢাকা কেন্দ্রে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। আমরা যথারীতি নাসেরাতদের রাবওয়া হইতে প্রেরিত সিলেবাস আপনাদের নিকট পেঁছাইয়া দিব (ইনশাআল্লাহ্‌ ।

বিনীতা
সেক্রেটারী
বাংলদেশ নাসেরাতুল আহমদীয়া

লাজনা এমাউল্লার কর্মতৎপরতা

বিগত ১৭-১০-৮৭ তারিখ বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত মৌড়াইল নিবাসী জনাব আব্দুল আওয়াল সাহেবের বাড়ীতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া লাজনা এমাউল্লার একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভানেত্রী ছিলেন জনাবা শামীমা আখতার সাহেবা।

উক্ত সভাতে অনুমান ৪০ জন লাজনা ও নাসেরাতের সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। লাজনা এমাউল্লাহ্‌ সংগঠনের উৎসাহ বর্ধনের জন্য আমি স্বয়ং এবং আরও দুই জন আনসার কতৃক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করি। উল্লেখ্য যে, মোখালেফাত জারী থাকা সত্বেও কতিপয় প্রতিবেশী গয়ের আহমদী বোন সভাতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন এবং আমাদের লাজনার ধর্মীয় অনুপ্রেরণা দেখে তারা বিমুগ্ধ হন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলের হাফিয ও নাসের হউন। দো'আর আবেদন করছি।

ওয়াস্‌সালাম,
খাকসার
সালেউদ্দিন চৌধুরী
আমীর, বি, বাড়ীয়া, আঃ আঃ

প্রশ্ন-উত্তরে মুহাম্মদ (সাঃ) চরিত

উপস্থাপনায়-'নানা ভাই'

প্রশ্ন—কোন্ গিরি-গুহায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধ্যান করতে যেতেন ?

উত্তর—তিনি হেরা গিরি-গুহায় 'ইবাদত এবং ধ্যান করতে যেতেন যা মক্কার অদূরে অবস্থিত ছিল।

প্রঃ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম কি ছিল ? তাঁর বিষয় যা জান বল।

উঃ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিল হযরত খাদিজাতুল কুব্‌রা (রাঃ)। আত্মীয়তার দিক দিয়া তিনি রসূল করীম (সাঃ)-এর দূর সম্পর্কীয় চাচাত ভগ্নী ছিলেন। পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী এবং অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন বলে সমগ্র আরবে তিনি 'তাহেরা' নামে খ্যাত ছিলেন।

প্রঃ বিবাহের সময় তাঁদের উভয়ের বয়স কত ছিল ? বিবাহের মোহরানা ছিল কি ? থাকলে কত ছিল ?

উঃ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর বয়স ছিল ২৫ বৎসর এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স ছিল ৪০ বৎসর। ইতিপূর্বে তিনি আরও দুইজন স্বামীর ঘর করেছিলেন। হাঁ, মোহরানা ছিল। হযরত আবু তালিব ৫০০ রৌপ্য মুদ্রা ধার্য করে তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রঃ মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের নাম বল।

উঃ নামগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

(১) হযরত খাদিজাতুল কুব্‌রা (রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহা), (২) হযরত আয়শা বিন্‌তে আবুবকর (রাঃ), (৩) হযরত সউদা বিন্‌তে জাম'আ (রাঃ), (৪) হযরত হাফসা বিন্‌তে 'উমর (রাঃ), (৫) হযরত যয়নাব বিন্‌তে খুজায়মা (রাঃ), (৬) হযরত উম্মি সালমা হিন্দ বিন্‌তে উম্মিয়া (রাঃ), (৭) হযরত যয়নাব বিনতে জহাশ (রাঃ), (৮) হযরত জুয়ারিয়া বিন্‌তে হারিস (রাঃ), (৯) হযরত সুফিয়া বিন্‌তে হুব্বিয়া বিন আখতাব (রাঃ), (১০) হযরত উম্মি হাবিবা বিন্‌তে আবু সুফিয়ান (রাঃ), (১১) উম্মি ইব্রাহীম হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ্ (রাঃ), এবং (১২) হযরত মাইমুনাহ বিন্‌তে হারিস (রাঃ)।

ইহা ছাড়া তিনি উমায়মা (জাওনিয়া) পিতা নুমান বিন সরাহিল নামক এক মহিলারা সাথে ঘর করার পূর্বেই তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে সাজ সরঞ্জামাদি দিয়ে সসম্মানে বিদায় দেন (বোখারী কিতাবুত ত্বালাক)

আঁ-হযরত (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে বিবাহ করেন। তাঁরা অধিকাংশ তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা ছিলেন। কেবল হযরত আয়শা (রাঃ)-ই কুমারী ছিলেন। কেবল মাত্র চার জনের অধিক অর্থাৎ একই সময়ে ৯ জন স্ত্রী রাখা তাঁর জন্য সিদ্ধ ছিল। (সূরা

আহযাব ঃ ৫১ আয়াত দ্রষ্টব্য) আঁ-হযরত (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করেন হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে অর্থাৎ ৫০ বৎসর বয়সের সময়।

প্রঃ আঁ-হযরত (সাঃ) এর কন্যাগণের নাম বর্ণনা কর?

উঃ (১) হযরত যয়নাব (রাঃ) স্বামী আবুল 'আস বিন রাবী (২) হযরত রুকাইয়া ও (৩) হযরত উম্মি কুলসুম (রাঃ) তাঁদের বিবাহ আবু লাহাবের দুই ছেলে ওতবা এবং উতিবার সাথে হয়েছিল। কিন্তু রোখসতানার পূর্বেই তা ভঙ্গ হয়ে যায়, পরে হযরত 'উসমান বিন আফফান (রাঃ) তাদেরকে বিয়ে করেন; একের ইন্তেকালের পরে আর এক জনকে, (৪) হযরত ফাতিমা স্বামী হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)

প্রঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর পুত্রগণের নাম বল?

উঃ তাঁরা হলেন (১) হযরত কাসিম (২) হযরত তাহির (৩) হযরত তাইয়েব (তাঁর আর এক নাম আবদুল্লাহ্) ও (৪) হযরত ইব্রাহীম। রাঃ) তাঁরা সকলেই অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন।

প্রঃ যখন আঁ-হযরত (সাঃ) প্রথম ওহী লাভ করেন তখন তাঁর বয়স কত?

উঃ তখন তাঁর বয়স ৪০ বৎসর।

প্রঃ কারা প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন?

উঃ পুরুষের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ), মেয়েদের মধ্যে হযরত খাদিজাতুল কুব্‌রা (রাঃ), বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ), দাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রাঃ), বাদশাহ্‌দের মধ্যে হাবশী বাদশাহ্ নাজ্জাশী, খৃষ্টানদের মধ্যে ওয়ারাকা বিন নাউফাল, পারশীদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), রুমীদের মধ্যে হযরত সোহায়েব রুমী (রাঃ)।

প্রঃ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রথম ওহী প্রাপ্তির কথা হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের নিকট বলাতে তিনি কি বলেছিলেন?

উঃ তিনি বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত, যে ফিরিশ্‌তা হযরত মূসা (আঃ) নিকট এসেছিলেন তোমার নিকটও সেই ফিরিশ্‌তা এসেছিলেন। আমি জীবিত থাকলে তোমার দেশবাসী যখন তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে তখন তোমাকে সাহায্য করবো!"

একজন শাহ্‌যাদার সত্য কাহিনী

আদরের শিশুগণ! এখন আমি বলবো যে শাহ্‌যাদা সাহেব কিভাবে আহ্‌মদী হলেন? পূর্বেই বলেছি যে শাহ্‌যাদা সাহেব অনেক বড় এবং প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি হাদীসে একথা পড়েছেন যে, আখেরী যমানায় যখন মুসলমানরা গুমরাহ্ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাদের হেদায়তের জন্য ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কে পাঠাবেন। তিনি (শাহ্‌যাদা সাহেব) যমানার অবস্থা ও লক্ষণাবলী দর্শনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সেই যমানা এবং তিনি এই কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দরস ও বক্তৃতার সময়ও সকলকে বলতেন। বড় বুযুর্গ ছিলেন তিনি এবং প্রায়ই তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে পেতেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমেও কয়েকবার জানিয়েছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আগমন হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি দো'আ ও চেষ্টার মাধ্যমে মাহ্‌দী (আঃ) এর সন্ধান করতে থাকলেন। আল্লাহতা'লা তাঁর এই দো'আ কবুল করে নিলেন এবং শীঘ্রই তিনি ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর সন্ধান পেয়ে গেলেন।

এই ঘটনাটিও খুবই হৃদয়গ্রাহী। ১৮৯৪

সালের কথা। শাহ্‌যাদা সাহেব হিন্দুস্থান ও আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণী মীমাংসার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। দিনের বেলায় উভয় দেশের কর্মকর্তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও সন্ধ্যায় ক্যাম্পে একে অপরের সাথে আন্তরিক পরিবেশে তিনি কথাবার্তা বলতেন। হিন্দুস্থানের প্রতিনিধি দলের সাথে সৈয়দ চাঁন বাদশাহ্‌ নামে একজন আহ্‌মদী ক্লার্ক ছিলেন। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন যে, কাদিয়ানে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হওয়ার দাবী করেছেন। শাহ্‌যাদা সাহেব তো পূর্ব থেকেই খোঁজ করছিলেন। তিনি এই বিষয়ের ওপর চাঁন বাদশাহ্‌ সাহেবকে বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলেন। তাঁর এই আগ্রহ লক্ষ্য করে চাঁন বাদশাহ্‌ সাহেব শাহ্‌যাদা সাহেবকে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর আইনায়ে কামালাতে ইসলাম" নামক কিতাবটি পড়তে দিলেন। এতে শাহ্‌যাদা সাহেব খুবই খুশী হলেন এবং কিছু টাকাও চাঁন বাদশাহ্‌ সাহেবকে পুরস্কার হিসাবে দিয়ে দিলেন। শাহ্‌যাদা সাহেব নিজেই বলেছেন "আমি ঐ রাতেই কিতাবটি পড়া শুরু করি। সারা রাত ঘুম আসে নাই এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই কিতাবটির বেশীর ভাগ অংশ পড়া সম্পন্ন করে ফেলি। এই কিতাব পড়ার পর আমার অন্তর হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর দাবীর সত্যতাকে স্বীকার করে নিল এবং আমি খুবই খুশী ও আনন্দিত হলাম।"

তিনি নিজের কিছু আপনজনকে এই কিতাবের কথা শুনিয়ে বললেন যে, এই সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর জন্য দুনিয়া অপেক্ষা করছে এবং আমি সব দিক দিয়ে দেখেছি যে এই যমানায় একজন ইসলাহ্‌কারীর (সংশোধনকারী) খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কাউকে তদ্রূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কিতাব পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে, খোদা-তা'লা তাঁকে যথাসময়েই পাঠিয়েছেন। ইনিই সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, "যেখানেই তিনি আবির্ভূত হবেন তাঁর দিকে দৌঁড়াও এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাও। আমি স্বয়ং জীবিত থাকি কিংবা মারা যাই এই জন্য আমার কথা মান্যকারীদের আমি ওসিয়্যত করছি যেন তারা অবশ্যই এই ব্যক্তির নিকট যায় এবং তাঁকে মান্য করে।"

শাহ্‌যাদা সাহেব কাবুল প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর বিশেষ বিশেষ মুরীদকে তিনি কাদিয়ানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসার জন্য পাঠাতে শুরু করলেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে শাহ্‌যাদা সাহেব তাঁর প্রিয় শিষ্য মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেবকে আরও কয়েকজন শিষ্য সহ-যোগে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর খিদমতে বয়'আতের চিঠিসহ পাঠালেন। তাছাড়া হুযূর (আঃ)-এর জন্য খুবই সুন্দর এবং মূল্যবান কাপড়ও তোহ্‌ফা স্বরূপ সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

শাহ্‌যাদা সাহেবের নির্দেশে তাঁর বিশেষ শাগরিদ মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব বেশ কয়েকবারই কাদিয়ানে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং নিজে সেখানে বয়'আত গ্রহণ করে জামা'তে আহ্‌মদীয়াতে দাখিল হয়ে যান। ১৯০০ সালে তিনি শেষ বারের মত কাদিয়ানে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর কিছু কিতাব সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এদিকে বাদশাহ্‌র কাছে কেহ এ বিষয়টি জানিয়ে নালিশ করে দিল যে মৌলবী আব্দুর রহমান বিনা অনুমতিতে কাদিয়ান গিয়েছিল। বাদশাহ্‌ (আমীর আব্দুর

রহমান) তাঁকে গ্রেফতার করার হুকুম দিলেন এবং এর বিচারের ভার মৌলভীদের উপর ছেড়ে দিলেন। তারা মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেবের উপর কুফরি ফত্‌ওয়া লাগালো এবং হত্যা করার রায় ঘোষণা করলো। তদনুযায়ী তাঁকে বন্দী করা হয় এবং পরবর্তী সময় বন্দী অবস্থায়ই গলায় ফাঁসি দিয়ে তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

—অনুবাদ : কাওসার আহমদ

—০—

আল্লাহ্‌ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিস্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :— এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ লিঃ

পরিবেশক :— হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১নং আব্দুল গনি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯ ঢাকা-১০০০ ফোন : ২৪১২৯০

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

নং—১১১ তারিখ : ২৯-১০-৮৭

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এতদ্বারা সকল জামাতে'র আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে জানানো যাইতেছে যে, হুযূর (আইঃ) জুবিলী ফাণ্ডের সকল ওয়াদাকৃত চাঁদা বর্তমান বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন, যাহাতে আগামী ১৯৮৮ সালে শতবার্ষিকী প্রজেক্ট (কার্যক্রম) এর কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্বেও সার্কুলার এবং পাক্ষিক আহ্‌মদীর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। অতএব, সকল জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব এর নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, নিজ নিজ জামা'তের ওয়াদাকৃত জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করিয়া দিবেন।

জামা'তের মধ্যে এখন পর্যন্ত যাহারা এই ফাণ্ডে কোন ওয়া'দা করেন নাই, তাহাদের নিকট হইতে উক্ত ফাণ্ডে ওয়া'দা লইয়া উহাও উক্ত সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করাইবার চেষ্টা করিবেন, নতুন ওয়া'দার তালিকা অত্র দপ্তরে পাঠাইবার জন্যও অনুরোধ করা যাইতেছে।

যেহেতু হাতে আর সময় নাই, সুতরাং সকল জামা'তকে জুবিলীর বকেয়া চাঁদা আদায়ের জন্য আগামী ডিসেম্বর মাসে ১০দিন ব্যাপী জুবিলী আশারা পালন করিয়া বকেয়া চাঁদা আদায়ের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার
মাজহারুল হক
সেক্রেটারী
শতবার্ষিকী জুবিলী
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে খোদ্দাম ভাইদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী সংখ্যা থেকে "পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকায় 'যুবকদের কথা' শিরোনামে একটি বিভাগ খোলা হচ্ছে। এখন থেকে নিয়মিত ভাবে এই বিভাগে লেখা পাঠানোর জন্য খোদ্দাম ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। লেখা অবশ্যই সংক্ষেপে যুব সমাজের নৈতিক উন্নতি কল্পে গঠন মূলক ও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। লেখা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী
—ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা— ১২১১

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সমস্ত
যয়ীমে 'আলা/যয়ীম/জিলা নাযেম ও
বিভাগীয় নাযেম সাহেবান,

প্রিয় ভ্রাতা

আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,
মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকজীয়া (রাবওয়া) হইতে প্রাপ্ত ১৯৮৭ সনের মধ্যে পালনীয় তালিমী প্রোগ্রাম গত ২০শে মার্চ ১৯৮৭, সারকুলার নং বামআ—২৩-৮৪-৮৭(৭০) এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মজলিসে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য জারী করা হয়েছিল এবং উল্লেখ ছিল যে, মে মাসের প্রথম কিস্তির পরীক্ষা এবং নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ফাইনাল পরীক্ষা লইতে হইবে, তদোপরি প্রতি মাসে এই প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের প্রতিবেদন পাঠাইতে হইবে। কিন্তু আপনাদের সাড়া না পাওয়ায় মোহতারম জনাব নাজেমে 'আলা সাহেবের নির্দেশে পুনঃ অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ফাইনাল পরীক্ষা লইবেন এবং রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন ঃ

উপস্থিত সুবিধার্থে আনসারুল্লাহ্‌র কর্মসূচী ১৯৮৭ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক্রমিক নং সুলাহ্‌/জানুয়ারী

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা।
২। পবিত্র কুরআনের শেষ ১০টি সূরা মুখস্ত করা।
৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "আমাদের শিক্ষা।"

ক্রমিক নং তবলীগ/ফেব্রুয়ারী

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা
২। পবিত্র কুরআনের শেষ ১০টি সূরা মুখস্ত করা।
৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "আমাদের শিক্ষা।"

ক্রমিক নং আমান/মার্চ

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা।
২। পবিত্র কুরআনের শেষ ১০টি সূরা মুখস্ত করা।
৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "বারাকাতুত দো'আ।"

ক্রমিক নং শাহাদাত/এপ্রিল

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা।
২। সূরা বাকারার দ্বিতীয় রুকূ'র অর্থের ব্যাখ্যা করুন।
৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত "বারকাতুত দো'আ।"

ক্রমিক নং হিজরত/মে

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা। ১৯৮৭-মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রথম কিস্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা।
২। পবিত্র কুরআনের শেষ ১০টি সূরা মুখস্ত করন ও অর্থের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা।
৩। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তকাদির শিক্ষার উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা।

ক্রমিক নং ইহসান/জুন

১। অর্থ বুঝিয়া নামায পড়ার পদ্ধতি।
২। সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূ'র অনুবাদ শিক্ষা।
৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত আল ওসিয়াত পুস্তক।

ক্রমিক নং ওয়াফা/জুলাই

১। অর্থ বুঝিয়া নামায পড়ার পদ্ধতি।

২। সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূ'র অনুবাদ শিক্ষা।

৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত আল-ওসিয়্যত পুস্তক।

ক্রমিক নং জহুর/আগষ্ট

১। অর্থ বুঝিয়া নামায পড়ার পদ্ধতি।

২। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'র অনুবাদ শিক্ষা।

৩। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত আল ওসিয়ত পুস্তক।

ক্রমিক নং তাবুক/সেপ্টেম্বর

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ বুঝিয়া নামায পড়ার পদ্ধতি সমাধা করা।

২। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'র অনুবাদ শিক্ষা করা।

৩। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত চশমায়ে মসীহী।

ক্রমিক নং ইখা/অক্টোবর

১। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য ও বুঝিয়া নামায পড়ার পদ্ধতি সমাধা করা।

২। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'র অনুবাদ শিক্ষা করা।

৩। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত চশ্‌মায়ে মসিহী।

ক্রমিক নং নবুয়ওত/নভেম্বর

১। নামাযের যথাযথ পদ্ধতিগুলির শিক্ষা সম্পন্ন করা।

২। পবিত্র ক্বুরআনের শেষ ১০ (দশ) সূরার মুখস্ত চুড়ান্ত করা।

৩। সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম রুকূ'র অনুবাদ ও তফসীর শিক্ষা সমাপ্ত করা।

৪। যাহারা ক্বুরআন পড়িতে পারে না তাহাদিগকে ক্বুরআন পড়তে শিক্ষা দেওয়া।

৫। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত উপরে উল্লেখিত কিতাবগুলির শিক্ষা চুড়ান্ত করা।

বিঃ দ্রঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ফাইনাল পরীক্ষা লইতে হইবে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর রেযা হাসিল করার তৌফিক দিন এবং হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার—

স্বাক্ষর--আবদুল কাদের ভূইয়া

মো'তামাদ তা'লিম (সেক্রেটারী শিক্ষা)

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

সংবাদ ঃ

পাকিস্তানে কলেমা-বিরোধী অভিযান অব্যাহত রহিয়াছে ঃ আর তার সাথে আহ্‌মদী মুসলিমগণের উপর চলিয়াছে অমানুষিক অত্যাচার। নিম্নে, ১৯৮৭ সনের অক্টোবর মাসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অত্যাচারের, কিছু নমুনা দেওয়া গেল ঃ—

গাদাপ, করাচী ঃ—ডাঃ আব্দুল গনি মালিক জুমু'আর নামায পড়িতে বাহির হইয়া গেলে, তাহার অনুপস্থিতে, একজন হেড কনষ্টবল আসিয়া তাঁহার অসুস্থ ছেলেকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়া যায় এবং বলে "তোমার বাড়ীতে 'কলেমা তৈয়বা' লেখা রহিয়াছে, তাহা মুছাইয়া ফেল। নতুবা তোমার পিতার মত তোমাকেও গ্রেফতার করিব এবং তোমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইব।" অসুস্থ পুত্র উত্তরে বলিল, "আমার পিতার বিরুদ্ধে এই কলেমা-লিখন ব্যাপারেতো আগেই মোকদ্দমা চলিতেছে। আগে এই মোকদ্দমা ফয়সালা হইতে দিন। বিচারাধীন ব্যাপারেতো হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।" এই কথার পর, হেড কনষ্টবল চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আরও কয়েকজন পুলিশকে সাথে নিয়া 'কলেমা' মুছিয়া ফেলার জন্য ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। কয়েকজন মৌলবীকেও সাথে লওয়া হইল। তাহারা গৃহে পৌঁছিল, ডাক্তার সাহেবের বিবি বুরক্কা পরিধান করিয়া, গৃহের ভিতর হইতে বলিলেন, তিনি কোনও মতেই মহান কলেমার অবমাননা হইতে দিবেন না। তাহারা সদলবলে, তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিতে হুকুম দিল। তিনি সেই হুকুম অগ্রাহ্য করিলেন। মৌলবী আর্দান সাহেবের অনুচরেরা শ্লোগান তুলিল ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, বাড়ী হইতে 'কলেমা-উচ্ছেদ' না করিয়া তাহারাও ফিরিয়া যাইবেনা। ডাঃ আব্দুল গনি মালিক সাহেবের স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, আমি জীবিত থাকিতে, কলেমা-সরানোর কাজের জন্য, দরজা খুলিব না। হেড কনষ্টবল নিজে দেওবন্দী ফের্কার একজন কট্টর অনুসারী। সে পুলিশদিগকে গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিতে হুকুম দিল এবং তাহারা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা খুলিল। দরজা খোলার সাথে সাথে হেড্‌কনষ্টবল রুদ্র-রোষে গৃহে প্রবেশ করিয়া, বুরক্কা-পরিহিতা ভদ্র মহিলাকে অকথ্য ভাষায়, যা-ইচ্ছা-তাই, গালি-গালাজ করিতে লাগিল। তারপর বলিল, 'হে মেয়েলোক, তোর যদি জীবনের সাধ মিটে গিয়ে থাকে, আর মরিতেই আগ্রহী হয়ে থাকিস্‌, তাহলে অপবিত্র গাড়ীর চাকার তলে পিষ্ট হয়ে অপমৃত্যু বরণ করবি কেন? মহিলা সুস্থির ভাবে দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র নামের ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালতের সম্মান ও হিফাযতের জন্য মৃত্যু-বরণ, কখনও অপবিত্র অপমৃত্যু বলে গণ্য হতে পারে না।" এই কথা কাটাকাটির পর, পুলিশ সিঁড়ি আনিয়া গৃহের উপর হইতে কলেমা-ফলক নামাইয়া, ফেলিয়া দিল। ডাক্তার সাহেবের পুণ্যবতী বেগম সাহেবা এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে প্রায় সংজ্ঞাহারা অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা নানা ধরণের কটূক্তি, গালি-গালাজ ও

নোংরামী করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকদিন পরে, ডাক্তার সাহেবের ছেলেকে গ্রেফ্‌তার করার জন্য পুলিশ গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা নিয়া গৃহে আসিল। কিন্তু ছেলে বাড়ীতে ছিল না, সে পুলিশের ভয়ে আগেই গৃহত্যাগী হইয়া অন্যত্র আশ্রয় নিয়াছে। এখন তাহার জামানত মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও পুলিশ বারংবার বাড়ীতে আসিয়া বাসিন্দাগণকে বিরক্ত করিতেছে। গাল-মন্দ ও ভীতি-প্রদর্শন অব্যাহত রাখিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই একই 'কলেমা-ফলককে' ভিত্তি করিয়া পূর্ব হইতেই ডাঃ আব্দুল গনি মালিক সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিয়া আসিয়াছে—বিচারাধীন বিষয়াদি নিয়া পুলিশের এত টানা-টানি ও বাড়া-বাড়ি, আইন প্রয়োগকারী পুলিশের আইন-অবমাননার কাজ। কিন্তু পাকিস্তানে, আহ্‌মদী বিরোধী কার্যকলাপে, আইনের বালাই নাই। আইনকে ভেস্তে নির্বাসন দিয়া হইলেও আহ্‌মদীদের অত্যাচার করা চাই-ই-চাই।

গুজরাট জিলা :—আশি বৎসরের বুযুর্গ ব্যক্তি মুল্‌ক্‌ওয়ালের বাসিন্দা কেপ্টেন শের মুহাম্মদ আহ্‌মদীকে এক মৌলবী ও তার সহচরেরা ভীষণভাবে মারিয়াছে। মৌলবীর একটি দোকান আছে। কেপ্টেন সাহেব ঐ মৌলবীর দোকানে কিছু খরিদ করিতে গেলে, মৌলবী খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে নানা অসৎ প্রশ্নের অবতারণা করে। কেপ্টেন সাহেব অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে ধীর স্থির ভাবে উত্তর দিতে থাকেন। তাহা সত্বেও মৌলবী সাহেব, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষায় আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে গালি-গালাজপূর্ণ কথা বার্তা বলিতে শুরু করে। তথাপি কেপ্টেন সাহেব, একটি হাদীস দ্বারাই মৌলবী সাহেবের কটুবাক্য ও গালি-গালাজের জওয়াব দিতেছিলেন। সঠিক উত্তর পাইয়া মৌলবীর আর ধৈর্য রহিল না। তিনজন সহচর নিয়া বৃদ্ধ কেপ্টেন সাহেবের মুখে ঘুষি মারিতে শুরু করিল। মার খাইবার পরে আশঙ্কিত কেপ্টেন সাহেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহার চোখের কোনও ক্ষতি হয় নাই ও মুখের হাড্ডি ভাঙ্গে নাই, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো! আমার মুখের এমন কোনও স্থান নাই যেখানে তাহাদের কিল-ঘুষি লাগে নাই। তথাপি তোমার কি অপার করুণা! আমার দৃষ্টিশক্তি অটুট রহিয়াছে এবং মুখের একটি হাড্ডিও ভাঙ্গে নাই। হে দয়ালু প্রভু! তুমি এমনি একটা ব্যবস্থা কর, যেন এই মুল্‌কওয়ালে ততগুলি সদস্য নিয়া একটি নতুন আহ্‌মদীয়া জামা'ত শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়, যতগুলি কিল-ঘুষি আমার মুখকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে।"

ফয়সলাবাদ জিলা, খরিয়ান ওয়ালা :—মিঃ মুহাম্মদ আমীন সাহেবের একটি ঔষধের দোকান আছে। সম্প্রতি পুলিশের একজন এ, এস, আই দুইজন কনষ্টেবলকে সাথে নিয়া দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, পুলিশের ইন্‌স্পেকটর সাহেব তাহাকে তাহাদের সাথে থানায় যাইতে বলিয়াছেন। ঐ সময়ে আমীন সাহেবের ভাতিজা মিঃ তনভীর আহ্‌মদ দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাকেও সাথে যাইতে বলা হইল। এই দুইজনই আহ্‌মদী।

থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহাদিগকে, কোনও কথা-বার্তা নাই, হাজতে ঢুকানো হইল। তাহারা বার বার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও, পুলিশ সম্পূর্ণ নিরুত্তর রহিল।

পরের দিন তাহাদিগকে জানানো হইল, একজন মৌলবী তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে যে, আমীন সাহেবের ঔষধের দোকানের উপরে 'কলেমা তৈয়বা' লিখিত রহিয়াছে, ইহাই একমাত্র তাহাদের অপরাধ। যাহা হউক, উক্ত হাজতে তাহারা আরও আটজন আহ্‌মদীকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন যে তাহাদিগকে সেই দিনই গ্রেফতার করিয়া পুলিশ-হাজতে আনা হইয়াছে, কারণ, যে আহ্‌মদীয়া মসজিদে তাহারা নামায পড়িতেছিলেন, সেই মসজিদে 'কলেমা তৈয়বা' লিখিত ছিল। ইহাই তাহাদের অপরাধ। এক সপ্তাহ হাজত বাসের পর, তাহাদিগকে যামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের 'কলেমা'র মোকদ্দমা চলিতেছে।

ঝং জিলা, রাবওয়াহ্‌ ঃ—বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া জামা'তের কেন্দ্র রাবওয়াতে, বিরোধী মৌলবী মোল্লাগণের উদ্যোগে গত ৮ই অক্টোবর, খত্‌মে নবুওয়ত কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কন্‌ফারেন্সের সম্পূর্ণ সময়টুকু, বক্তাগণের বিরামহীন গালি-গালাজ প্ররোচনাপূর্ণ বাজারী-ভাষা, মিথ্যা অপবাদ, নির্জ্জলা অসত্য বর্ণনা ও কুরুচিপূর্ণ বাক্যবান দ্বারা রাবওয়ার অধিবাসী-গণকে উত্যক্ত করা ছাড়া অন্য কোনও সৎকাজে ব্যবহৃত হয় নাই। সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশের তথাকথিত মৌলানাগণ, পাঞ্জাব প্রদেশের মৌলবীগণকে এই বলিয়া উস্কানী দিতেছিলেন, "আমরা আমাদের প্রদেশগুলিতে আহ্‌মদীয়তকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। এখন পাঞ্জাবের পালা। পাঞ্জাবের মৌলবীরা এখন আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করুন। তাহারা ঘোষণা করেন এই উদ্দেশ্যে ১লা নভেম্বর ৮৭ হইতে 'মুজাহিদ-বাহিনীতে' লোক ভর্ত্তি করা হইবে।" তাহারা এই বলিয়া একটি প্রস্তাবও পাশ করেন, "আহমদীগণ নিধনযোগ্য (ওয়াজিবুল কতল)।" তাহারা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, আমাদের জোয়ানেরা সিন্ধু প্রদেশে, একজন, দুইজন হিসাবে মারিয়া বহু আহমদীকে নিধন করিয়াছে। অতএব, পাঞ্জাবের যুবকদেরও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। তাহারা যেখানে আহমদীকে একা-দুক্কা পাইবে, সেখানেই অতর্কিত ঘেরাও করিয়া কতলের কাজ সম্পন্ন করিবে।

কনফারেন্সের নিকটবর্তী আহ্‌মদীর বাড়ীর পাশে 'কলেমা খচিত' একটি লিখন ছিল। মৌলবীগণ চুন দিয়া সাদা করিয়া প্রলেপ দিয়া ঐ কলেমাটিকে মুছিয়া ফেলে। একজন আহ্‌মদীর বাড়ীর দেওয়ালে, কলেমা খোদাই করা অবস্থায় ছিল। মৌলবীরা এই দেওয়ালটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। তেমনিভাবে, একজন আহমদীর চা-দোকানের সামনে কলেমার ষ্টিকার লাগানো ছিল মৌলবীরা এই কলেমা ষ্টিকারটি উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

উর্দ্দু বুলেটিন হইতে অনুবাদ—মকবুল আহ্‌মদ খান
জেঃ সেঃ, বাঃ আঃ আঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত মহান সীরাতুন নবী (সাঃ) দিবস উদযাপিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পরম উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান সীরাতুন্‌ নবী সাঃ দিবস পালন করে জলসা ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত যে সকল জামা'ত থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এখনও রিপোর্ট আসছে।

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

ঢাকা ৫ই নভেম্বর: রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা সোয়া তিনটার সময় দারুত তবলীগ হল রুমে ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্‌ নবী জলসার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ক্বুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। অতঃপর নবী করীম সাঃ-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, শাহ মুস্তাফিযুর রহমান সাহেব, মৌঃ আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব আঁ-হযরত (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন এবং দো'আর মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

অনুরূপভাবে ১৩ই নভেম্বর জুমু'আর নামাযের পরে মীরপুর হালকায়ও এক জলসার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বক্তা রসূল করীম (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করেন। তাঁরা হলেন প্রশিক্ষণরত মুয়াল্লিম সর্বজনাব মোঃ শাহ আলম, এস, এম তৌহীদুল ইসলাম, এবং জনাব মকবুল আহমদ খান, জেনারেল সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ, হাফিয সেকান্দার আলী, মুয়াল্লিম এবং সভাপতির ভাষণ দান করেন মোহতারম খলিলুর রহমান, নায়েব আমীর (২) বাঃ আঃ আঃ।

খুলনা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

খুলনা জামা'ত সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ) এর জলসার আয়োজন করেন ৫ই নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার সময়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন সর্বজনাব আহসান জামিল, এন, এ, শামীম আহমদ, মোঃ আব্দুর রশিদ, শেখ মাহফুযুর রহমান, খালিদ হুজ্জাতুল ইসলাম, মোহাম্মদ আহমদ (তপু) এবং সর্বশেষে বিলাতের সাবেক মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আনিসুর রহমান। বক্তৃতার মাঝে মাঝে বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন আবুল বাশার তসলীম আহমদ, মোঃ হামুদুর রহমান এবং নুরুদ্দীন আহমদ।

নাটোর আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৫ই নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর নাটোর আঃ আঃ একটি জলসার আয়োজন করে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আঃ ওয়াহেদ, মোঃ মোহসীন আলী, মোঃ আঃ গনি (ম্যানেজার, অগ্রনী ব্যাঙ্ক) এবং হামজা আমীর আলী। পরিশেষে জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আঃ রাজ্জাক সভাপতির ভাষণ দেন। এই জলসাতে শতাধিক গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন।

নাসেরাবাদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

নাসেরাবাদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ৫ই নভেম্বর বাদ জোহর সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে যাতে গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ১৫০ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন সর্বজনাব মজিবর রহমান (জিলা কায়েদ) জহির উদ্দীন, মোঃ হারেস উদ্দীন (যয়ীমে আলা), মোঃ আঃ সাদেক, মোঃ আবুল হোসেন। সর্বশেষে মুকামে মুহাম্মদ, (সাঃ) এর ওপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেব।

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৫ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া বেলা ৩টার সময় মিশন পাড়াস্থ মসজিদে এক সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। উক্ত জলসায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ সদর মুরুব্বী, মোহতারম ডাঃ আঃ সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর (১) বাঃ, আঃ আঃ, জনাব আনোয়ার আলী, জনাব হাফেয আবুল খায়ের, জনাব এ, টি, এম শফিকুল ইসলাম, জনাব বুরহানুল হক (জিলা কায়েদ), জনাব রফিউদ্দীন আহ্‌মদ, জনাব জাফর আহমদ প্রধান, জনাব মনির উদ্দীন আহ্‌মদ। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন জনাব হেলালউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ, নারায়ণগঞ্জ।

কুমিল্লা আঞ্জুমানে আহমদীয়া

জনাব আলী আকবর ভূইয়া, জামা'ত প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে অত্র আঞ্জুমানে সীরাতুন্‌ নবী জলসার আয়োজন করে এবং বক্তৃতা করেন সর্বজনাব তানভীরুল হক, আবুল হোসেন, আব্দুস সালাম, আবুল কাশেম এবং মোহাম্মদ ইদ্রিস। সভাপতি সাহেবের ভাষণের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

জামালপুর (হবিগঞ্জ) আঞ্জুমানে আহমদীয়া

জামালপুর জামা'ত ঐদিন ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল মোঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক পবিত্র সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। সভায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোঃ আব্দুল

কাইউম, মোঃ হানিফ চৌধুরী, ডাঃ মোঃ বশির আহমদ চৌধুরী এবং সবশেষে সভাপতি সাহেব ভাষণ দেন ও দো'আ করান।

সিলেট আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৬ই নভেম্বর বাদ জুমু'আ জমা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক সীরাতুন্ নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, তসলীম ভূয়া, গোলাম মোস্তফা, এস, এম বরকতউল্লাহ্, ইকবাল চৌধুরী ও জাকির হোসেন।

৫ই নভেম্বর জনাব আখতারুজ্জামান সাহেবের বাসভবনেও একটি সীরাত মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ধানীখোলা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

গত ৬ই নভেম্বর ধানীখোলা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক সীরাতুন নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন সর্বজনাব আমিনুল ইসলাম, মুমিনুল ইসলাম, কাজী রাহাত আলম নযমুল হোসেন, শাব্বির আহমদ এবং তিফলদের মধ্যে নজমুল হক, কাজী আবরার আলম, কাজী আনহার আলম, হুমায়ুন কবীর, শাহজাহান কবীর, মাযরুর মুর্শেদ ও সাকির আহমদ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং দো'আ করান জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব, প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ধানীখোলা।

বগুড়া ও নিউ সোনাতলা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

গত ৫ই এবং ৬ই নভেম্বর যথাক্রমে বগুড়া এবং নিউ সোনাতলা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্ নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসাদ্বয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী, প্রফেসর রাজীব উদ্দীন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, বগুড়া আঃ আঃ।

নিউ সোনাতলা হতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, সেখানে খোলা মাঠে জলসার আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট জনাব আকেল আলী সাহেবের সভাপতিত্বে এই সভায় বহু গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন।

তাহেরাবাদ (বাঘা) আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

গত ৬ই নভেম্বর বাদ জুমু'আ তাহেরাবাদ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক সীরাতুন্ নবী জলসার আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ মাজদার রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব মৌঃ শামসুল ইসলাম মুয়াল্লিম, সাজদার রহমান, এবং জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব, প্রেসিডেন্ট রাজশাহী আঃ আঃ।

ভাতগাঁ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

গত ৭-১১-৮৭ তারিখ এই আঞ্জুমান একটি সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন মৌঃ ইসরাইল দেওয়ান, মুয়াল্লিম, এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব।

চাঁনপুর (হবিগনজ) আনজুমানে আহমদীয়া

গত ৭ই নভেম্বর রাত্রে চাঁনপুর আঃ আঃ এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ হানিফ চৌঃ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সীরাতুন্‌নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। এতে একজন গয়ের আহ্‌মদী মৌলবী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোঃ আঃ কাদের চৌধুরী, মৌঃ হানিফ চৌধুরী, ডাঃ মোঃ বশির আহ্‌মদ চৌধুরী, মকবুল আহমদ চৌধুরী এবং সব শেষে ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আনজুমানে আহমদীয়া

গত ৭ই নভেম্বর রোজ শনিবার বেলা ৩-৩০ মিঃ সময় এই জামা'ত এর আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক মহান সীরাতুন্‌নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করেন। এতে শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আব্দুল আলী, খন্দকার আনু মিয়া, শহীদুর রহমান, ফিরোজ আহমদ, মোশাররফ হোসেন, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, এবং লাজনার সদস্যদের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সর্বজনাবা মাকসুদা ফারুক, শামীমা আখতার এবং হাজেরা বারী। সবশেষে জামা'তের আমীর জনাব সালেহ উদ্দীন চৌধুরী সাহেব সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন।

তেমনি ভাবে গত ১৩-১১-৮৭ তারিখে এই জামা'তের উদ্যোগে আহমদীপাড়া নিবাসী মোমিন খান সাহেবের বাসায়ও এক সীরাত মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জয়দেবপুর আনজুমানে আহমদীয়া

গত ২০শে নভেম্বর রোজ শুক্রবার এই আঞ্জুমান এক সীরাত মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে। জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহিব্বুর রহমানের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয় বেলা ৩-৩০ মিঃ। সভায় নবী (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন সর্বজনাব আনওয়ারুল্লাহ্‌ সিকদার, জহুর আহমদ, সিরাজুল হক (ঢাকা থেকে) এবং মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জলসার শেষে এক ভাই বয়'আত করে আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

গত ২৬-১১-৮৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া অতীব শান শওকতের সাথে সীরাতুন্‌ নবী (সাঃ)-জলসার আয়োজন করে। বিকাল ৪টা থেকে অত্র আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। এই সভায় প্রধান অতিথির আসন এবং বিশেষ অতিথির আসন যথাক্রমে অলংকৃত করেন মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর এবং জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা, প্রকাশক পাক্ষিক আহ্‌মদী। দীর্ঘ চার ঘণ্টার এই সভায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন সর্বজনাব মোবাশ্বের আহমদ, জাকির হোসেন, আবু তাহের ঢালী, কায়েদ, এ, টি, এম শফিকুল ইসলাম, যয়ীমে 'আলা, আবুল খায়ের, মুয়াল্লিম, আব্দুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, আনোয়ার আলী, মুহাম্মদ মুতিউর রহমান, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল, মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। সভায় সার্বিক আয়োজনে ছিলেন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জাফর আহমদ।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ন্যালনাল আমীর মনোনীত হওয়ার পর প্রথম বারের মত মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বাইরের জামা'ত সফর করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এই সফরকে সকল দিক থেকে বা-বরকত করুন।

শোক সংবাদ

অতীব দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, জামা'তের সম্মানিত মোয়াল্লিম মৌঃ ফকীর ইয়াকুব আলী সাহেব গত ২১শে নভেম্বর নিজ বাড়ী দুর্গারামপুরে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন)মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৮ বৎসর। তিনি সিলসিলার একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে ৫/৬টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার সুন্দরবন জমা'তের প্রবীণ আহ্‌মদী জনাব গাজী সামাদ আলী সাহেব নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। তিনি জামা'তের সদস্যগণকে পূর্বেই অবহিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন শুক্রবার জুমু'আর নামাযে একটু আগে আগে আসিয়া যান। কেননা তিনি শুক্রবারে মারা যাইবেন, তাহারা যেন জানাযার নামাযের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন।

আহ্‌মদী রিপোর্ট

গায়েবে জানাযা ও যিক্‌রে খায়ের সভা

সাবেক ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ইন্তিকালের খবর শুনিয়া যে সকল জামা'ত গায়েবানা জানাযার নামায পড়িয়াছে এবং যিক্‌রে খায়ের সভা করিয়াছে তাহারা হইল—সিলেট, উথলী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, পটুয়াখালী তেজগাঁ, চট্টগ্রাম এবং আহমদ নগর।

জনাব সম্পাদক সাহেব,

পাক্ষিক আহ্‌মদী,

বিনীত আরজ এই যে, বিভিন্ন জামা'ত হতে প্রাক্তন আমীর সাহেবের মৃত্যুতে শোকবাণী আমার কাছে এসেছে। তাঁদের অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রত্যেকের নামে পত্র দেয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয়। তাই আপনার কাছে অনুরোধ রইল আমার তরফ হতে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি বিজ্ঞপ্তি পাক্ষিক আহ্‌মদীতে ছাপালে অত্যন্ত কৃতার্থ হব।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনার হাফিয ও নাসের হউন।

ইতি

শরিফ আহমদ

এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

এলানে নিকাহ্‌

বিগত ২৩-১০-৮৭ইং তারিখে নারায়ণগঞ্জ নিবাসী মৌঃ আতাউর রহমান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মরহুম আল্লামা যিল্লুর রহমান সাহেবের ১ম পৌত্র জনাব সাজ্জাদুর রহমান সাহেবের সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তারুয়া নিবাসী জনাব আবু সাঈদ মোল্লার ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ মাকসুদা আহ্‌মদ (শিউলী) সাহেবা-এর শুভ বিবাহ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ১৬তম বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগে বাদ জুমু'আ ১৯,০০১/- (উনিশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। মৌলানা সালেহ আহ্‌মদ, সদর মুরুব্বী সাহেব বিবাহ পড়ান। বিবাহ মজলিসে ন্যাশনাল আমীর সাহেব, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ১৬তম ইজতেমায় আগত খোদ্দাম ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট নব-দম্পতির দাম্পত্য জীবন বা-বরকত হওয়ার জন্য দো'আর আবেদন করা যাইতেছে।

শুভ বিবাহ

কটিয়াদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ইজাজুল হক সাহেবের ৪র্থ পুত্র জনাব খালেদ আহমদ (ফরিদ) এর সহিত বীরপাইকশা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আব্দুল হাকিম সাহেবের ৩য় কন্যা মাহমুদা হালিম (শিরীণ) এর সহিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় কন্যার পিত্রালয়ে বিগত ১৬-১০-৮৭ইং তারিখে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুয়াল্লিম হাফিয মোহাম্মদ সেকান্দর আলী সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট দো'আর আবেদন এই যে, আল্লাহ্‌ তা'লা যেন উক্ত বিবাহ সিলসিলায়ে আহ্‌মদীয়ার জন্য বাবরকত করেন, আমীন।

বিগত ৯-১০-৮৭ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমু'আ তারুয়া নিবাসী জনাব ডাঃ ইউনুছ সাহেব সেঃ মাল, তাঃ আঃ আঃ এর ২য় কন্যা মোসাম্মাৎ বশিরা আক্তার বেগমের সঙ্গে একই গ্রাম নিবাসী জনাব আবদুস সামাদ (লাল মিয়া) সাহেব-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মোশারফ হোসেন এর সঙ্গে ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা দেন মোহর এওযে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ শামসুজ্জামান সাহেব, মুয়াল্লিম।

জামা'তের সমস্ত বন্ধু ও লাজনা এমাউল্লার খিদমতে এই বিবাহ গুলি বা বরকত ও কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার জন্য খাস দো'আর আবেদন করিতেছি।

আমার প্রিয় কলেমা

لا اله الا الله محمد رسول الله

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্) অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

২৪টি অক্ষরে একটি কালাম বা বাক্য। বড়ই মধুর এবং অতীব প্রিয়। ইসলামের মহান কলেমা। ইহাই ইসলাম ধর্মের মূল কথা। একজন মু'মিন মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য ও করণীয়, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া সবই এই ক্ষুদ্র বাক্যটির মধ্যে লুকায়িত রহিয়াছে। একজন মুসলমান এই কলেমার জন্য বাঁচে—এই কলেমার জন্য অনায়াসে প্রাণ দান করে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। একজন আহ্‌মদীর জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম নাই! এই কলেমার জন্য সে গর্বিত এবং নিবেদিত প্রাণ। এই কলেমা ছাড়া তাহার আর কোন কলেমা নাই বা থাকিতেও পারে না। কেননা আহ্‌মদীয়া জমা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁহার পুস্তক আইয়ামুস সুলেহ এর ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার জামা'তের সদস্যদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'—এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। সুতরাং প্রতিটি আহ্‌মদী মুসলমানের জন্য ইহা অপরিহার্য যে, সে এই কলেমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেই আলোকে তাহার জীবনকে গড়িয়া তোলে এবং এই কলেমার উপর প্রতিষ্ঠিত ঈমান লইয়া মৃত্যু বরণ করে।

কিন্তু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত কতগুলি অশুভ শক্তি সব সময়ই এই কলেমার বিরোধিতা করিয়াছে এবং কলেমাগো ব্যক্তিদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাইয়া কলেমাকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা চালাইয়াছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের অশুভ চক্রান্তকে সফল হইতে দেন নাই এবং ভবিষ্যতেও এই হীন প্রচেষ্টা সফল হইতে দিবেন না। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত।

আসুন, আমরা পশ্চাতে এবং সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবলোকন করি কোন শ্রেণীর লোকেরা এই কলেমার বিরুদ্ধে তাহাদের হীণ আক্রমণ চালাইয়াছে এবং চালাইতেছে।

রৌদ্রোজ্জল উন্মুক্ত গগণের নীচে অগ্নি-সম তপ্ত বালুকার উপর শায়িত, বুকের উপর পাথর চাপান অর্ধমৃত ঐ কালো হাবশী গোলামটি ঠোঁট নাড়িয়া নাড়িয়া কি বলিতেছে একবার কাছে যাইয়া শ্রবণ করুণ। তিনি বলিতেছেন—'আহাদ' 'আহাদ'। এই কলেমা পাঠের জন্য তাঁহার মালিক তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে যখন ঐ কলেমা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত

করিতে পারে নাই তখন তাঁহাকে এই ভাবে শাস্তি দিতেছে। তবুও তাঁহাকে ঐ কলেমা পাঠ হইতে বিরত করিতে পারিয়াছে কি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐ অশুভ শক্তি? ঐ শক্তির ধ্বজাধারী কাহারা, তাহাদের সকলেই চিনে এবং সকলেই জানে। তাহাদের এই কার্য কলাপের দরুণ ইতিহাস তাহাদিগকে ক্ষমা করে নাই, তাহারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাইতেছি অধুনা কালে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রে যেখানে ধর্মের নামে এই কলেমাকে মিটাইয়া দেওয়ার অশুভ পাঁয়তারা চলিতেছে কোন অশুভ শক্তির ইশারায় এবং উহার নির্মম শিকার হইল সেখানকার নিরীহ আহ্‌মদী মুসলমান। তাহাদের অপরাধ তাহারা কলেমার ধারক ও বাহক। এই প্রসঙ্গে পত্র পত্রিকান্তরে বহু ঘটনা সবারই জানা আছে, এই সংখ্যার মধ্যেও কতিপয় ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল কার্যকলাপ অতীতে কাহারা সম্পাদন করিয়াছে এবং এখন কাহারা সম্পাদন করিতেছে—বিশ্বের সকল ধর্মপ্রাণ খোদাভীরু লোকদের উচিত তাহারা যেন এই অশুভ শক্তিকে চিহ্নিত করে। বিশ্ব মানবতার নিকট আমাদের আবেদন, তাহারা যেন মানবতার নামে অশুভ শক্তির এই হিংস্র থাবা হইতে নিপীড়িত নির্যাতিত আহ্‌মদী মুসলমানদের পক্ষে সোচ্চার হইয়া উঠেন। আর কলেমার হিফাযত—কলেমার মালিকই যথেষ্ট, যিনি উহাকে ১৪০০ বৎসর পূর্বেও অশুভ শক্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হাইউন কাইউম খোদা—মহা শক্তি ধর। এই বারেও তিনি তাঁহার পবিত্র কলেমাকে হিফাযত করিবেন এবং ইহার মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখিবেন এই বিশ্বাসে আমরা বলীয়ান।

ইউ নাই টেড চা মানেই ভাল চা

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়

বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগ্ধাপাড়া, ঢাকা-১৪

30th November 1987 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফিরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফিরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.